প্রকাশনার ৮৪ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৪ ❖ ৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

মণ্ডলীতে নিবেদিত সন্ন্যাসজীবন ঐশ সৌন্দর্যের এক অপূর্ব প্রকাশ

মাণ্ডলিক জীবনে আমাদের সহযাত্রা

নিবেদিত জীবনে ভাস্মর তোমরা...

ফাদার ফ্রাঙ্ক কুইনলিভান সিএসসি
মৃত্যু: ২৮/০১/২৪

সিস্টার মেরী মালা এসএমআরএ
মৃত্যু: ২৫/০১/২৪

ফাদার ইম্মানুয়েল গমেজ টিওআর
মৃত্যু: ২৯/০১/২৪

স্বর্গধামে চতুর্থ বছর

"তুমি দিয়েছিলে, তুমি নিয়েছ প্রভু
ধন্য তোমার নাম
তোমার পৃথিবী, তোমারই স্বর্গ
পুণ্য সকল ধাম"

প্রিয় বাবা

দেখতে-দেখতে চারটি বছর পার হয়ে গেল, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পিতার রাজ্যে। বাবা, তোমাকে বড় বেশি মিস করি। তোমার অনুপস্থিতির নিষ্ঠুর শূন্যতা প্রতিটি মুহূর্তে আমাদের কাঁদায়। তোমার আর্দশ, স্নেহ-মমতা, ভালোবাসা, হাসিমাখা মুখ কোন দিন ভুলতে পারবো না। প্রতি রবিবারের খ্রীষ্টযাগ ও সন্ধ্যায় জপমালা প্রার্থনা করতে তুমি ভুলে যাওনি; তখন তোমাকে বেশি মনে পড়ে। তুমি ছিলে সত্যের সাধক, বিনয়ী, নম্র, উদার ও ধর্মপ্রাণ মানুষ। স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর আমরা যেন, তোমার আদর্শে জীবনযাপন করতে পারি।

প্রয়াত ডানিয়েল কস্তা
জন্ম: ৩ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ফরিয়াখালী
ধর্মপল্লী: তুমিলিয়া
থানা: কালীগঞ্জ
জেলা: গাজীপুর।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী: কিরণ রোজারিও
ছেলে ও ছেলে বউ: শৌলেন-অঞ্জনা, বিকাশ-মন্দিরা, লিটন-নীলা, ফা. পিন্টু কস্তা ও ব্রাদার মিঠু কস্তা
মেয়ে ও মেয়ের জামাই: রেবেকা-আব্রাহাম, শিখা-নয়ন, রেনু-অমল
এবং আদরের নাতি-নাতনীরা, নাতনী জামাই, পুতি-পুতিন ও আত্মীয়স্বজন।

বিজ্ঞ-২৫/২০২৪

অরুণ ফ্রান্সিস রোজারিও'র নবম প্রয়াণ দিবস

**অম্লান স্মৃতিতে তুমি দাদু, তোমায় মোরা নমি।
কি করে ভুলি তোমায়,
তুমি তো রয়েছো সবার মনি কোঠায়।**

প্রিয় দাদু,
দেখতে দেখতে নয়টি বছর পার হয়ে গেল, তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে, কাঁদিয়ে, না ফেরার দেশে চলে গেলে। তোমার চলে যাওয়াটা আমরা আজও ভুলতে পারিনি। তোমার অম্লান স্মৃতি প্রতিনিয়তই আমাদের সবাইকে কাঁদায়।

দাদু, আমরা এবার দুজনই কলেজে ভর্তি হয়েছি। প্রতিদিন আমাদের জীবন চলার পথে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করছি তা বলার জন্য তোমাকে খুব মিস করি। তোমার চলে যাওয়ার কথা মনে হলেই চোখে জল চলে আসে। আজও মনে হয় তুমি আছো আমাদের মাঝে। তোমার রেখে যাওয়া প্রতিটি স্মৃতিতে তোমাকে খুঁজে পাই। তাই বিশ্বাস করি, তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে আমাদের অন্তরে । তুমি স্বর্গ থেকে আমাদের আশির্বাদ করো, আমরা যেন তোমার মত আদর্শ, সুন্দর ও উদার মনের মানুষ হতে পারি।

পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করেন।

জন্মঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ
মৃত্যুঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ
বোয়ালী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ, গাজীপুর

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

স্ত্রী - ফিলোমিনা রোজারিও
ছেলে - উজ্জ্বল, সজল, প্রাঞ্জল | ছেলে বউ - পুষ্প, নাবিলা
মেয়ে - সুমি | মেয়ে জামাই-রকি | নাতি - গ্রেইস | নাতনি - অহনা
ও আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজন

বিজ্ঞ-২৪/২০২৪

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৪, সংখ্যা : ০৪
৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
সজল মেলকম বালা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

যিশুকে পাওয়া ও যিশুকে দেওয়ার মধ্যেই নিবেদিত জীবনের সার্থকতা

প্রতিবছর মাতামণ্ডলী ফেব্রুয়ারির ২ তারিখে 'যিশুর নিবেদন বা যিশুকে মন্দিরে উৎসর্গীকরণ পর্ব' পালন করে থাকে। আর যিশুর এই নিবেদন পর্বের দিনেই মণ্ডলীতে আনুষ্ঠানিকভাবে পালিত হয় বিশ্ব সন্ন্যাসব্রতী দিবস। উৎসর্গীকৃত জীবনে সকল সন্ন্যাসব্রতীদের জন্য এই দিবসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ ও আশীষমণ্ডিত দিন। এই দিনে ব্রতধারী/ধারিণীগণ বিশেষ প্রার্থনা, নির্জন ধ্যান, আত্ম মূল্যায়ন ও নানাবিধ অর্থপূর্ণ কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে দিবসটি পালন করেন। তারা তাদের এই সুন্দর জীবন আহ্বানের জন্য কৃতজ্ঞ চিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। কেননা তারা বিশ্বাস করেন এ মহামূল্য দান পাবার যোগ্য তারা নন। তথাপি ঈশ্বর ভালোবেসে তাদেরকে আহ্বান করেছেন। স্বাভাবিকধারায় পথ চলতে চলতে সন্ন্যাসব্রতী অনেকেই যিশু অন্বেষণ থেকে সরে গিয়ে জগতের অনেক কিছুর অন্বেষণ করেন। ফলশ্রুতিতে যাকে আদর্শ মেনে নিজ জীবন নিবেদন করেছেন তাঁকেই হারিয়ে ফেলেন। যিশুকে পাবার আকাঙ্খায় আত্মমূল্যায়ন করে সংশোধিত হয়ে পবিত্র জীবনযাপনের অঙ্গীকার নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করেন। জীবন ব্রতে বিশ্বস্ত থেকে ঈশ্বরের নামে কাজ করার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে জীবন উৎসর্গ করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

খ্রিস্টানধর্মে নিবেদিত জীবনের ধারণাটি খুব স্পষ্ট ও দৃশ্যমান। যাজকেরা ও সন্ন্যাসব্রতীরা নিজেদের জীবন-যৌবন সবকিছু উৎসর্গ করেন মানুষের কল্যাণের জন্য। যিশুকে আদর্শ মেনে উৎসর্গীকৃত জীবনে নিবেদিত ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে দরিদ্রতা, বাধ্যতা ও কৌমার্য - এ তিনটি ব্রত গ্রহণ করেন। এ ব্রতসমূহ সচেতনভাবে বিশ্বস্ততার সাথে যারা জীবনযাপন করেন তাদের মধ্যে নিবেদিত জীবনের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় এবং ত্যাগময় ও ধ্যানময় জীবনের মাহাত্ম্য ফুটে ওঠে। নিবেদিত জীবনে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের ধ্যান-প্রার্থনা হবে তাদের জীবনগুরু যিশুর মত হতে চাওয়া যাতে করে তাদের সকল কর্মে তারা যিশুকে দিতে পারে। মণ্ডলীতে বিভিন্নমুখী সেবাকাজের মধ্যদিয়েই সন্ন্যাসব্রতীদের নিবেদিত জীবনের পূর্ণতা আসে। তবে নিবেদনের শুরুটা হয় শিশুকাল থেকেই। শিশুকাল থেকেই পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকশ্রেণির ব্যক্তিবর্গ শিশুদেরকে বিভিন্ন নিবেদনমুখী উৎসবে নিয়ে যাবেন। যাতে করে পরবর্তী সময়ে শিশুরা নিবেদিত জীবনটিকে গ্রহণ করতে পারে। অনেক যাজক ও উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিদের জীবন থেকে জানা যায়, শিশুকালের অনুপ্রেরণাদায়ক কোন ঘটনাই তাকে নিবেদিত জীবনে আকর্ষণ করেছে। সদ্যপ্রয়াত মিশনারী দয়ালু যাজক ফাদার ফ্র্যাংক কুইনভিলেন সিএসসি, বিনম্র যাজক ফাদার ইম্মানুয়েল গমেজ টিওআর ও সদা তৎপর স্নেহময়ী সেবিকা সিস্টার মেরী মালা এসএমআরএ নিবেদিত জীবনে ভাস্বর হয়ে থাকবেন তাদের সেবা কাজে যিশুসাক্ষ্য বহনের মধ্যদিয়ে।

যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের কাজের ক্ষেত্র যেমন বেড়েছে তেমনি ভক্ত জনগণের প্রত্যাশাও বেড়েছে। বিভিন্নমুখী কাজ ও প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে সন্ন্যাসব্রতী কেউ কেউ প্রার্থনার প্রাধান্য ভুলে গিয়ে কর্মকে ধর্ম করে সন্ন্যাসব্রতী জীবনের সৌন্দর্যহানি ঘটাচ্ছেন। যারা অবচেতন মনে ও অসচেতনভাবে উদাসীনতায় উৎসর্গীকৃত জীবনযাপন করছেন তাদেরকে সচেতন করার জন্য একটি নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে প্রত্যেকজন খ্রিস্টভক্তের। আমরা ভক্তমণ্ডলী, যাজক-ব্রতধারী/ধারিণীদের জন্য এ বিশেষ দিনে প্রার্থনা-প্রায়শ্চিত্ত উৎসর্গ করতে পারি। যাতে করে তারা তাদের প্রাত্যহিক জীবনে জগতের সকল পরীক্ষা-প্রলোভন, ঝড়-ঝঞ্জা মোকাবেলা করে খ্রিস্টের ভালোবাসা ও সেবার সাক্ষ্য দিতে পারেন। সন্ন্যাসব্রতী জীবনের প্রশংসার সাথে সাথে সন্ন্যাসব্রতীকে ভালো ও সঠিক পথে রাখতে প্রয়োজনে সংশোধন-সমর্থন প্রদান একজন খ্রিস্টভক্তের মহান পবিত্র কাজ।

যাজক, সন্ন্যাসব্রতী ও সন্ন্যাসব্রতিনীগণ ব্রতীয় জীবনে প্রবেশের মধ্যদিয়ে নিজেদেরকে বিশেষভাবে ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করছেন। দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে ভক্তজনগণ সবাই যিশুর রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক জীবনের অংশীদার হয়েছেন। দীক্ষাস্নাত যাজক হিসেবে আমরা সবাই নিজেদেরকে যিশুর চরণে নিবেদন করি এবং উৎসর্গীকৃত ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীরা যেন যিশুকে পেতে ব্যগ্র ও যিশুকে দান করতে ব্যস্ত হতে পারে তার জন্য সর্বদা প্রার্থনা করতে পারি॥ †

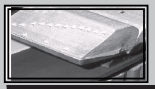

আর তিনি সমস্ত গালিলেয়ায় ঘুরে ঘুরে তাদের সমাজগৃহে গিয়ে প্রচার করতে ও অপদূত তাড়াতে লাগলেন। - মার্ক ১: ৩৯

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

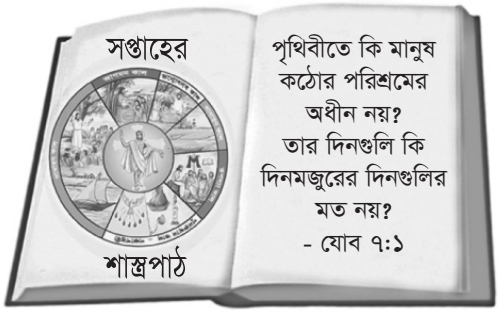

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৪ - ১০, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
যোব ৭: ১-৪, ৬-৭, সাম ১৪৭: ১-৬, ১১, ১ করি ৯: ১৬-১৯, ২২-২৩, মার্ক ১: ২৯-৩৯

৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধ্বী আগাথা, কুমারী ও সাক্ষ্যমর, *স্মরণদিবস*
১ রাজা ৮: ১-৭, ৯-১৩, সাম ১৩২: ৬-৯, মার্ক ৬: ৫৩-৫৬
অথবা *সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:*
১ করি ১: ২৬-৩১, সাম ৩১: ১-২, ৫, ৬, ৭, ১৬, ২০, মার্ক ১৪: ৩-৭, ৯

৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
পল মিকি ও সঙ্গীগণ, সাক্ষ্যমরগণ, *স্মরণদিবস*
১ রাজা ৮: ২২-২৩, ২৭-৩০, সাম ৮৪: ২-৪, ৯-১০, মার্ক ৭: ১-১৩

৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
১ রাজা ১০: ১-১০, সাম ৩৭: ৫-৬, ৩০-৩১, ৩৯-৪০, মার্ক ৭: ১৪-২৩

৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
সাধু যেরোম এমিলিয়ানি, সাধ্বী যোসেফিন বাখিতা, কুমারী
১ রাজা ১১: ৪-১৩, সাম ১০৬: ৩-৪, ৩৫-৩৭, ৪০, মার্ক ৭: ২৪-৩০

৯ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
১ রাজা ১১: ২৯-৩২; ১২: ১৯, সাম ৮১: ৯-১৪, মার্ক ৭: ৩১-৩৭

১০ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
সাধ্বী স্কলাসটিকা, কুমারী, *স্মরণদিবস*
১ রাজা ১২: ২৬-৩২; ১৩: ৩৩-৩৪, সাম ১০৬: ৬-৭, ১৯-২২, মার্ক ৮: ১-১০
১ করি ৭: ২৫-৩৫, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ১০: ৩৮-৪২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৪ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৭৫ ফাদার লিউনিদাস মোর সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০৩ ফাদার ফাউস্তিনো চেসকাতো পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৭ ফাদার বিমল জে. রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সিস্টার আসোন্তা রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০২১ ফাদার যোসেফ পিশোতো সিএসসি (ঢাকা)

৫ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৭৯ ফাদার পাওলো কার্নেভালে পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০৫ সিস্টার ইলিয়া জানেত্তি এসসি (দিনাজপুর)

৬ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ২০১১ সিস্টার আন্নামারীয়া রায় এসসি (খুলনা)

৭ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯৬২ সিস্টার এম. প্রাক্সেডো আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মারী ডি'লুর্ডস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার মারীয়া কার্ডিনাল সিএসসি
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী ডরথী পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

৮ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৪৫ ব্রাদার রোমেইন এল. লাফেরিয়ের সিএসসি
+ ১৯৫৪ সিস্টার এম. বার্ণার্ড এসসিএমএম
+ ১৯৬০ ফাদার স্তেফানো মনফ্রিনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৮৪ সিস্টার কন্সটান্টিনা কস্তা সিআইসি (দিনাজপুর)
+ ২০০১ ব্রাদার আলেক্সসান্দ্রো তাস্কা এসএক্স

৯ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ২০১৪ সিস্টার মেরী ইমেল্ডা এসএমআরএ (ঢাকা)

১০ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
+ ১৯৬০ ফাদার আগষ্টিন মাস্কারহেনাস সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৭৭ ফাদার আন্তনী ওয়েবার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৯ মাদার আগ্নেস এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০০৬ সিস্টার কিয়ারা পিরিচ এসসি (খুলনা)

খ্রীষ্টের একক যাজকত্ব

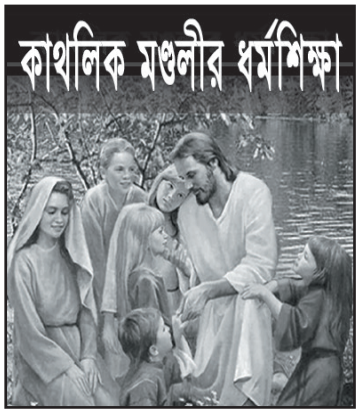

১৬৫৯: সাধু পল বলেছেন, "স্বামীরা, তোমাদের স্ত্রীকে ঠিক তেমনই ভালোবাস খ্রীষ্ট যেমন মণ্ডলীকে ভালোবাসলেন... এই রহস্য মহান, কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙ্গুঁলি নির্দেশ করেই একথা বললাম। *(এফেসীয় ৫:২৫.৩২)*

১৬৬০: বিবাহ সন্ধি, যার মাধ্যমে পুরুষ ও নারী একে অন্যের সঙ্গে জীবন ও ভালোবাসার ঘনিষ্ঠ মিলন গড়ে তোলে, তা সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং এর নিজস্ব নিয়ম-নীতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়েছে। প্রকৃতি অনুসারে এই বিবাহ দম্পতির মঙ্গল, এবং প্রজনন ও সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নির্দেশিত। দীক্ষাস্নাতদের বিবাহকে খ্রীষ্টপ্রভু সংস্কারের মর্যাদায় উন্নীত করেছেন (দ্র: মণ্ডলীর আইন-সংহিতা: ১০৫৫.১: দ্র: ২য় ভা: মহাসভা: বর্তমান জগতে *খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৪৮.১)*।

১৬৬১: বিবাহ সংস্কার খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে মিলনের চিহ্ন। বিবাহ স্বামী-স্ত্রীকে সেই ভালোবাসার অনুগ্রহ দান করে, যে ভালোবাসায় খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীকে ভালোবেসেছেন; তাই সংস্কারের অনুগ্রহ দম্পতির মানবীয় ভালোবাসাকে পূর্ণতা দেয়, তাদের অবিচ্ছেদ্য ঐক্যকে সুদৃঢ় করে এবং অনন্ত জীবনের পথে তাদের পবিত্র করে। (দ্র: ট্রেন্ট মহাসভা: DS 1799) ।

১৬৬২: চুক্তির দুই পক্ষের সম্মতিকে ভিত্তি করেই বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ স্বেচ্ছায়, পারস্পরিক ও স্থায়ীভাবে একে অন্যের নিকট নিজেদের দান করার জন্য সম্মতি, যাতে বিশ্বস্ততার সন্ধিতে ও ফলদায়ী ভালবাসায় তারা জীবনযাপন করতে পারে।

১৬৬৩: যেহেতু বিবাহ মণ্ডলীতে দম্পতিকে একটি প্রকাশ্য জীবনাবস্থায় প্রতিষ্ঠিত করে, সেহেতু এটা সঙ্গত যে, বিবাহ-অনুষ্ঠানটি হবে প্রকাশ্য জনসমাবেশে, উপাসনা-অনুষ্ঠানের কাঠামো অনুযায়ী, যাজকের (অথবা মণ্ডলী কর্তৃক অনুমোদিত সাক্ষীর), সাক্ষীদের ও সমবেত খ্রীষ্টভক্তদের সামনে।

১৬৬৪: ঐক্য, অবিচ্ছেদ্যতা ও প্রজননের প্রতি উন্মুক্ততা হল বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় দিক। বহু-বিবাহ বিবাহ- ঐক্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ; ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, বিবাহ-তালাক তা বিযুক্ত করে দেয়; প্রজননের অস্বীকার বৈবাহিক জীবনকে তার 'সর্বোৎকৃষ্ট দান, সন্তান থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। (২য় ভা. মহাসভা: বর্তমান জগতে মণ্ডলী ৫০.১)।

১৬৬৫: জীবিত, বৈধভাবে বিবাহিত স্বামী বা স্ত্রীর কাছ থেকে তালাকের মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের পুনর্বিবাহ, খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও বিধান লঙ্ঘন করে। তারা খ্রীষ্টমণ্ডলী থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তবে তারা পবিত্র খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ করতে পারে না। তারা খ্রীষ্টীয় জীবনযাপন করবে, বিশেষভাবে তাদের সন্তানদের খ্রীষ্টবিশ্বাসে শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা।

১৬৬৬: খ্রীষ্টান গৃহ হল এমনই স্থান যেখানে সন্তানেরা খ্রীষ্টবিশ্বাসের প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে। এ কারণে পরিবারকে যথার্থভাবেই বলা হয়েছে 'গৃহ-মণ্ডলী, অনুগ্রহ ও প্রার্থনার সমাজ, মানবীয় গুণাবলী ও খ্রীষ্টীয় ভ্রাতৃপ্রেমের বিদ্যালয়॥

মণ্ডলীতে নিবেদিত সন্ন্যাসজীবন ঐশ সৌন্দর্যের এক অপূর্ব প্রকাশ

নিকোলাস ঘরামী সিএসসি

নিবেদিত জীবন বা উৎসর্গীকৃত জীবনের অর্থ হলো পূর্ণ আত্মসমর্পণ, অর্থাৎ ব্যক্তি বা মানবসত্তা যখন স্রষ্টার ভালবাসার জন্য নিজেকে জাগতিকতা থেকে পৃথক করে রাখে তখন তাকে নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত জীবন বলা হয়। নিবেদিত জীবনে সন্ন্যাসব্রতীদের ঈশ্বরের জন্য আলাদা করেই রাখা হয়, তাই এটা সেই জীবনাবস্থা যা জগতের সকল জীবনাবস্থা থেকে আলাদা। নিবেদিত জীবন ঘোষণা করে যে, ঈশ্বর পবিত্র, তাই তাকে অনুসরণ করার জন্য জগতের সকল মোহ-মায়া, ভোগ-বিলাস, ত্যাগ করতে হয় এবং তাঁরই পথে নিষ্ঠার সাথে চলতে হয়। ঈশ্বরের সেবক থিয়োটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী এভাবে বিশ্বাস করতেন যে,"নিবেদিত সন্ন্যাস জীবনে বা উৎসর্গীকৃত জীবনে আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার বিশেষ সুযোগ আছে।" কারণ নিবেদিত সন্ন্যাসজীবন হলো একটি পবিত্র ভালবাসার জীবন আহ্বান যা স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের দান করেছেন। যোহন ১৫:১৬ পদে আছে, "তোমরা আমাকে মনোনীত করোনি, আমিই তোমাদের মনোনীত করেছি আর নিযুক্তও করেছি; আমি চেয়েছি, তোমরা কাজে এগিয়ে যাও, তোমরা সফল হও-স্থায়ী হোক তোমাদের কাজের ফল ! তাহলে পিতার কাছে আমার নামে তোমরা যা কিছু চাইবে, তিনি তাই তোমাদের দেবেন।" সেজন্যেই নিবেদিত সন্ন্যাস জীবন হলো বিনামূল্যে ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া এক পবিত্রতার ও পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়ে ঐশসত্তার মহিমা প্রকাশের এক আহ্বান। আর তাই সন্ন্যাসব্রতীদের উৎসর্গীকৃত জীবন বা নিবেদিত জীবন হলো মাণ্ডলিক জীবন ও এর পবিত্রতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খ্রিস্ট ও তাঁর বধুরুপ মণ্ডলীর মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য ও চিরস্থায়ী ভালবাসার বন্ধন আছে নিবেদিত সন্ন্যাস জীবন তারই প্রকাশ ঘটায়।

নিবেদিত জীবনের আদর্শ প্রভু যিশু খ্রিস্ট হলেন সর্বপ্রথম নিবেদিত ব্যক্তি। পবিত্র বাইবেলে আমরা দেখতে পাই, যিশুর মা-বাবা যিশুকে মন্দিরে নিবেদন করেছিলেন। আমাদের প্রভু যিশু হলেন পৃথিবীর সকল নিবেদিত জীবনের আদর্শ আর তাঁকেই সম্পূর্ণ ভাবে অনুসরণের মধ্যদিয়ে নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে। নিবেদিত জীবনব্রতীগণ মূলত প্রভুর মঙ্গলময় বাণীর সুমন্ত্রনার আলোতেই নিজেদের জীবন পরিচালিত করে থাকেন। সেজন্য মঙ্গলবাণী নির্দেশিত সন্ন্যাস জীবনের ভিত্তি হচ্ছে অন্তরের

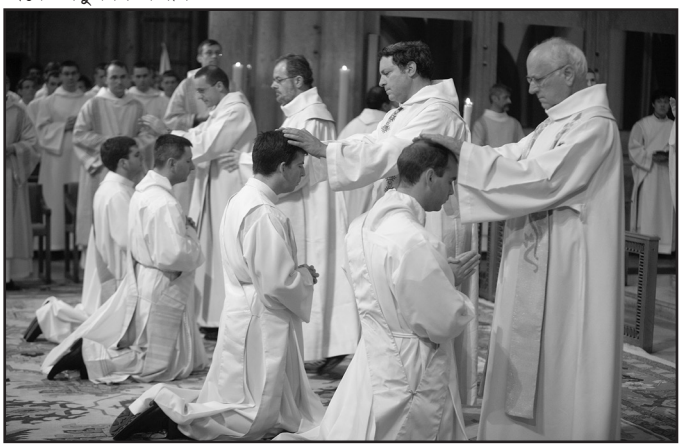

অনাসক্তি, চিরকৌমার্য, বাধ্যতা- এই তিনটি ব্রত। মণ্ডলীর ইতিহাসে এই তিনটি ব্রত গ্রহণ করে অসংখ্য নর-নারী খ্রিস্টের পদাংক অনুসরণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাদের জীবনসাক্ষ্য ও কাজের অবদান মণ্ডলী অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে। যারা ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এই জীবন বেছে নেয় তারা প্রতিনিয়ত মঙ্গলসমাচারের প্রেক্ষাপটে নিজেদের জীবনকে মূল্যায়ন করে, প্রার্থনা-ধ্যানের মাধ্যমে প্রেরণা লাভ করে জীবনকে সজীব ও সতেজ রাখতে চেষ্টা করে এবং খ্রিস্টের দাবি আবিষ্কার করে প্রতিনিয়ত জীবনাহ্বানে সাড়াদানে অধিকতর নিষ্ঠাবান হতে সচেষ্ট হয়।

নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি খ্রিস্টকে ধ্যানে হৃদয়াঙ্গম করে থাকেন; এবং খ্রিস্টের প্রেমপূর্ণ সেবায় জগতে হৃদয়-মন ও সর্বশক্তি নিবেদন করেন। এর ফলশ্রুতিতে নিবেদিত সভ্য-সভ্যাদের প্রয়োজন কঠোর সাধনা ও ত্যাগ-তিতীক্ষার। নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের কথা ও কাজের মধ্যে যদি মিল না থাকে, সব কিছু বির্সজন দেওয়ার পরও যদি সাংসারিক চিন্তা ভাবনাকে নিজের মনে করেন, তখন তিনি মণ্ডলীর উপহার না হয়ে, বরং হয়ে ওঠেন মণ্ডলীর বোঝা স্বরূপ। তাই নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের কাছ থেকে দরিদ্রতা, কৌমার্য ও বাধ্যতার ব্রত গ্রহণের মধ্য দিয়ে মণ্ডলী ও সম্প্রদায় অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। সমগ্র জগৎ নিবেদিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে আরো অনেক বেশি আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হয়ে উঠার দাবি করে। কারণ আমরা ব্রত গ্রহণ করি স্বেচ্ছায় প্রভুকে অনুসরণ করার জন্যই, কাজেই এই দাবি আজীবনের জন্য। আর সত্যিই এই দাবি পূরণ করা খুব সহজ নয়, তবে আবার কঠিন কিছুও নয়। তার কারণ এই পথে আমাদের আগে অনেক সাধু সন্ন্যাসীগণ হেঁটেছেন, তাই এই সংগ্রামের কোন শেষ নেই তবে এর মাঝেই অনেক আনন্দ আছে।

ঐশবাণী ঘোষণায় নিবেদিত সন্ন্যাস জীবন

প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছেন তাদের প্রধান আধ্যাত্মিক কাজ হলো মঙ্গলসমাচার প্রচার করা। কারণ প্রভু যিশু নিজেই বলেছেন, 'তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও, এবং বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার।' তাই মঙ্গলবাণী ঘোষণা করা ও বাণীর সেবক হওয়াই নিবেদিত সন্ন্যাস জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতী সকল সংঘের মধ্যে প্রেরণকর্মীর মনোভাব অবশ্যই বজায় রেখে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মঙ্গলবাণীর যুগোপযোগী সেবক হয়ে ওঠা সকলের আধ্যাত্মিক দায়িত্ব। আর এই প্রৈরিতিক মনোভাব তাদের কাছে কেবলই আহ্বানের পরিপক্কতা দাবি করে না বরং তাদের কাছ থেকে ব্যক্তি স্বার্থ, আরামপ্রিয়তা ও পারিবারিক বন্ধন মুক্ত হয়ে সমঝোতা, ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের সাথে অন্য কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে নিজেকে সংযুক্ত হওয়ার আহ্বান করে। পবিত্র আত্মাই ঈশ্বরের এই মহান পরিকল্পনা প্রসার ও বাস্তবায়ন করতে অনুপ্রেরণা দেন আর তারা যেন বলতে পারে, "আসলে আমি যে মঙ্গলসমাচার প্রচার করি, আমার তাতে গর্ব করার কিছুই নেই, কেননা তা প্রচার না করে আমি পারি না, ধিক আমাকে! আমি যদি মঙ্গলসমাচার প্রচার না করি" (১ম করিন্থিয় ৯:১৬)। সুতরাং সেই বাণী প্রচারের

কর্ম প্রেরণার আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে মণ্ডলীর প্রারম্ভ থেকেই অনেক ধার্মিক নারী-পুরুষ প্রভু যিশু খ্রিস্টের অন্তরঙ্গতায় জীবন-যাপন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তারা নিজেদের সাধ্যমত খ্রিস্টের মঙ্গলময় ইচ্ছায় জীবন যাপন করতে চেষ্টা করেছেন। আর এভাবেই পবিত্র আত্মা যিনি সবার মঙ্গলের জন্য তাঁর অনুগ্রহ ও ঐশকৃপা বর্ষন করে থাকেন, তিনিই ঐশ প্রৈরিতিক আহ্বানে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করেন যাতে তারা মণ্ডলীতে নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতী হিসেবে মঙ্গলবাণীর সুযোগ্য সৈনিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। সুতরাং সমগ্র সৃষ্টি মাঝে মঙ্গলবাণীকে ফলপ্রসুও অর্থপূর্ণভাবে জগতের সকল প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া মণ্ডলীর নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের অন্যতম আধ্যাত্মিক দায়িত্ব।

ঐশরাজ্য এবং ঐশসত্তার মহিমা প্রকাশে নিবেদিত সন্ন্যাস জীবন

মণ্ডলীতে পবিত্র আত্মার পূর্ণফলে উৎসর্গীকৃত হওয়ার গুণেই নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ প্রেরণ কাজে নিয়োজিত। তাই জগতে ঐশরাজ্য বিস্তার ও ঐশ স্বরূপের মহিমা প্রকাশের জন্য নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপরিসীম। মথি ১৯ অধ্যায়ের ১২ পদে উল্লেখিত আছে, "জগতে এমন অনেক মানুষ আছে যারা স্বর্গরাজ্যের কারণেই দৈহিক ক্ষমতা প্রয়োগ করবে না বলেই সংকল্প নিয়েছে।" এই উক্তির মধ্যেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, নিবেদিত সন্ন্যাস জীবনের অপরিহার্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, ঐশবাণী প্রচার ও জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠা। আর এই ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে তাদের বিশ্বজনীন ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সেবাকাজ ও আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জাগতিক সবকিছুকে ছাপিয়ে আধ্যাত্মিক রাজ্য গড়ে তোলা। নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ যিশুর প্রেরণকাজকে ত্বরান্বিত করতে প্রকাশ্যে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ এবং ঐশরাজ্য স্থাপনে আত্মনিয়োগ করে থাকে। ঐশরাজ্যের একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে তারা বঞ্চিত, অত্যাচারিত, দীন-দুঃখী, পীড়িত, লাঞ্ছিত-অবহেলিত ও সুবিধা বঞ্চিতদের জন্য যখন কাজ করে তখন তারা ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়েই তা করে। এভাবেই নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীগণ ভালবাসা, সেবা ও সহভাগিতা দ্বারা এই জগতে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন।

পরিশেষে বলতে চাই, বর্তমান পৃথিবী, সমাজ এবং মণ্ডলীতে নিবেদিত সন্ন্যাসব্রতীদের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা এবং পুণ্যপিতা পোপের পালকীয় পত্রে (Vita Consecrata) খুব জোরালো ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে স্থানীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা আরও ব্যাপকভাবে রূপ দেয়। জগৎ ও মণ্ডলীর মুক্তিদায়ী প্রেরণকার্মে নিজ নিজ জীবনাহ্বান দিয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবদান রাখতে পারেন। পূর্বসূরীদের কাছ থেকে শিক্ষা এবং নিজেদের সাধনায় অর্জিত গুনাবলী দিয়ে বিনম্র ব্যক্তি, পবিত্র ও ঈশ্বর বিশ্বাসী, অত্যন্ত ধৈর্যশীল, ধীর স্থির, আত্মত্যাগী ও কষ্টসহিষ্ণু, অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নীরব প্রার্থনা ও ধ্যান-সাধনা, নিরাসক্ত জীবন, সর্বোপরি পিতা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের তীব্র বাসনা, কৃচ্ছ-সাধনা, প্রাত্যহিক মৌন ধ্যান, নিজ জীবনে পরম পিতার ভালবাসা ও দয়া উপলব্ধি এই সমস্ত গুনাবলী অর্জন ও অনুশীলন করে, বর্তমান জগতে ও মণ্ডলীতে মঙ্গলবাণীর সেবা করে, ঈশ্বর জ্ঞান ও জাগতিক জ্ঞানে বৃদ্ধি পেয়ে ঐশরাজ্য প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভুমিকা পালন করে থাকেন।

সহায়ক,

১. পিয়ের শিমসন, সন্ন্যাস জীবনের অন্তরের অনাসক্তি বাধ্যতা চিরকৌমার্য, ফা. বেঞ্জামিন কস্তা, সিএসসি অনূদিত

২. নিত্য আন্তনী এক্কা, নিবেদিত জীবনে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম, প্রতীতি, সংখ্যা-১, বর্ষ-৩৭, ২০১৫

৩. গ্রেসী ডি' রোজারিও, সিএসসি, মঙ্গলবাণী ঘোষনায় নিবেদিত জীবন, প্রতীতি, সংখ্যা-১, বর্ষ-৩৭, ২০১৫॥

অচেনা জগতে অচেনা মানুষ

ক্ষুদীরাম দাস

তাই অণুক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরি!
তিনি মহান রাজা, রক্ষাকর্তা!
অচেনা জগতে অচেনা মানুষ যেন
তাই নিজেকে বড় অচেনা মনে হয়!
সত্যি জাগতিক এই ব্যস্ততার ভীড়ে,
প্রতিবেশির কবরে যাবার সময় নাই,
যান্ত্রিক জগতের যন্ত্রমানবের মাঝে
নিজেকে হারিয়ে খুঁজে ফিরি মরু এই প্রান্তরে।

কখনো কখনো তিলে তিলে বেড়ে ওঠে পুঞ্জিভূত ক্ষোভ
অজানা কোনো কারণেই!
জমাটবদ্ধ কষ্টগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।
আর মানবতা হারায় কেউ কেউ,
অথবা মুখ লুকিয়ে কাঁদে।
আবার মৌমাছির চাকের মত জমাট বাঁধা কষ্টগুলো
ঘুণে ধরা জগতের ঘুণে ধরা মানুষগুলোর মাঝে হানা দেয়;
সবাই যেন অচেনা মানুষ; কেউ তো আপন নয়!

অচেনা জগতে অচেনা মানুষ
আমি, তুমি, তোমরা সবাই অচেনা হয়ে যায়,
নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো-
পরস্পরের নিঃসঙ্গ মনে হয়।
তাই অণুক্ষণ স্রষ্টাকে স্মরি!
তিনি মহান রাজা, রক্ষাকর্তা!

বিজয়ী

সংগ্রামী মানব

আজিকে এক দিবা স্বপ্ন
পূর্ব দিগন্তে উদীয়মান
সর্বদিকে ভ্রান্তজনেরা
কেনই বা আজ ম্রিয়মান।
লাখো শহীদের রক্ত বিসর্জনে
বাঙ্গালি পেয়েছে স্বাধীনতা
দুর্নীতিবাজরা সুযোগ সন্ধানে
স্বৈরাচারির ন্যায় বসে থাকা
ওহে ধন্য মানবের সন্তানেরা
জেগে ওঠ, বিপ্লবের সন্ধানে।
নির্জীব জাতি পাবে এক নব তাড়না
যৌবন আসবে ফিরে
সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে।
অন্যায় অনাচারে মাথা নোয়াবেনা
বিজয়ীর ন্যায় বাঁচবে,
বাঁধা বিঘ্ন অপেক্ষা করে
স্বগৌরবে হাসবে।

মাণ্ডলিক জীবনে আমাদের সহযাত্রা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

সহযাত্রিক মণ্ডলীর ধারণা একটি প্রচলিত ধারা, চলমান প্রক্রিয়া ও বাস্তবতা। মাণ্ডলিক জীবনে বর্তমানে খুবই প্রচলিত ও ব্যবহৃত বিষয় হচ্ছে 'সহযাত্রিক মণ্ডলী: মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (Synodal Church: communion, participation and mission)'। যিশুকে অনুসরণ করেই খ্রিস্টীয় জীবন প্রবাহমান। "মণ্ডলী হল খ্রিস্টের দেহ; আর তাঁর পরিপূর্ণতা সব কিছুই সমস্ত দিক দিয়ে পূর্ণ করে" (*এফেসীয় ১:২৩*)। যিশুখ্রিস্ট সবকিছুর পূর্ণতা দান করেন, কারণ; "খ্রিস্ট হলেন দেহের মস্তক সেই দেহ হচ্ছে মণ্ডলী" (*কলসীয় ১:১৮ক*)। মাণ্ডলিক জীবনধারা ও বৈশিষ্ট্য সহযাত্রিক/সিনডাল তা পরিলক্ষিত হয় যিশুর আহ্বান ও আদি মণ্ডলীর জীবনধারায়। যিশু, ঐশরাজ্য ঘোষণা করে মন পরিবর্তনের আহ্বান জানান ও শিষ্যদের আহ্বান করে একটি দল/সংঘ/সমাজ গঠন করেন (*দ্রঃ মার্ক ১:১৫-২০*)। যিশুর প্রেরণকাজ ও ঐশরাজ্যে প্রচারে নারীরাও অংশগ্রহণ করেছে (*দ্রঃ লুক৮:১-২*)। যিশু একা একা ঐশরাজ্য গঠন করতে চাননি। তিনি সহকর্মী (শিষ্যদের) আহ্বান করেছেন, সংঘ/দল গঠন করেছেন ও তাদেরকে মানুষ ধরা জেলে বলেছেন ও প্রেরণ করেছেন। আদি মণ্ডলীতে সবাই একসঙ্গে একপ্রাণ হয়ে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করত ও সবাই নিয়মিতভাবে বাণী অনুষ্ঠান করে রুটিছেড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করত (*দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭*))। একত্রিত হওয়া, একসাথে চলা, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ কাজে (communion, participation and mission) নিয়োজিত হওয়া মণ্ডলীর চলমান প্রক্রিয়া। আমরা (মণ্ডলী) এই জগতে তীর্থযাত্রী। এই যাত্রায় আমি/আমরা একা নয়, সহযাত্রিক।

সিনডাল (Synodal) **মণ্ডলী:-** সিনডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী বুঝতে হলে আমাদের সিনডাল (Synodal) শব্দটির অর্থ বুঝতে হয়। Synod শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত, যার অর্থ sun (with) সাথে ও ados (path) পথ। Synod ও Synodality বলতে বুঝায় ঈশ্বরের জনগণ হিসাবে একত্রে পথ চলা। অন্যের সাথে চলা একা নয়। অন্যের সহযাত্রী ও শোনা এবং ঈশ্বর কি বলতে চান তা অনুধাবন করা। সঙ্গীর সাথে চলা ও সহভাগিতা করা যেখানে মিলনও দৃশ্যমান। মাণ্ডলিক ভাবনার ধারায় তীর্থযাত্রী মণ্ডলীকে বুঝানো হয়।

মণ্ডলী:- মণ্ডলী হল বিশ্বাসী জনগণের সমাবেশ-মিলন সমাজ। মণ্ডলী মানেই একের অধিক। কোন মানুষ যেমন একা বাঁচতে পারে না, তেমনি একা মণ্ডলী হয় না। মণ্ডলী কোন বিল্ডিং/দালান নয়; বরং বিশ্বাসী জনগণের সমাবেশ। সেইজন্যই খ্রিস্টীয় সমাজ/দল (মণ্ডলী) গঠিত না হলে কোন বিল্ডিং/দালান তৈরি/গঠিত হয় না। মণ্ডলী (Church) শব্দের মধ্যেই মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ বিদ্যমান। মণ্ডলীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য হল খ্রিস্ট যিশুকে অনুসরণ করা ও মিলন সমাজ (মণ্ডলী) গঠন করা। সিনডাল মণ্ডলী, যেখানে আছে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (communion, participation and mission)। ঈশ্বরের ভক্তজনগণ, যিশুকে অনুসরণ করে একত্রে চলে। একত্রিত জীবনধারায় যিশু "পথ, সত্য ও জীবন" (*যোহন ১৪:৬*) হয়ে আমাদের (মণ্ডলী) মাঝে উপস্থিত। খ্রিস্টবিশ্বাসীরা খ্রিস্টের নামে খ্রিস্টান নাম ধারণ করে চলে। খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বলা হয় খ্রিস্টের অনুসারী। সিনডাল/সহযাত্রিক মণ্ডলী গঠনের আহ্বানের মধ্যদিয়ে পোপ মহোদয় আমাদের মনে করিয়ে দেন; মণ্ডলী হল ঐশ প্রতিষ্ঠান (Divine Institution) ও এই প্রতিষ্ঠানে সবাই সমান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের দাবীদার।

মাণ্ডলিক জীবন ও সহযাত্রা:- যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেন; "তোমরা জগতের সর্বত্র যাও, বিশ্বসৃষ্টির কাছে ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার" (*মার্ক ১৬:১৫*) ও প্রতিশ্রুতি দেন; "আমি জগতের শেষদিন পর্যন্ত সর্বদা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি" (*মথি ২৮:২০*)। যিশুর এই আদেশ ও প্রতিশ্রুতি আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে ও পেরণকাজে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রেরণা যোগায়। মণ্ডলী প্রতিদিন যিশুখ্রিস্টের আদেশ বাস্তবায়ন করে চলেছেন। মণ্ডলী বৈশিষ্ট্যগতভাবেই প্রৈরিতিক (*দ্রঃ বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী ১*)। পোপ মহোদয়ও গভীর প্রত্যাশায় সবার অংশগ্রহণে একটি পৈরিতিক মণ্ডলীর স্বপ্ন দেখেন, যেখানে মণ্ডলী, জগতে সর্বক্ষেত্রে (কাঠামো, কার্যক্রম, ভাষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি) মঙ্গলবাণী ঘোষণার একটি চ্যানেল হয়ে ওঠে (*দ্রঃ মঙ্গলসমাচারের আনন্দ # ২৭*)। সহযাত্রিক মণ্ডলী হলে সবার কাছে যাওয়া শোনা ও নিজের জীবনাচরণে সুসমাচার প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব ও অধিকার।

পিতা+পুত্র+পবিত্র আত্মা এক ঈশ্বরের স্বরূপ, যেখানে আছে মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণ। যিশু স্বয়ং পিতার স্বরূপ, দয়ালু পিতার মুখচ্ছবি, যিনি এই জগতে প্রেরিত হয়েছেন, যিশুর পবিত্র আত্মাকে সহায়ক রূপে প্রেরণ করেছেন। এই যে জীবনধারা, এ তো অংশগ্রহণ, মিলন ও প্রেরণের জীবনধারা। তাই যিশু বলেন; "আমিই পথ, আমিই সত্য ও জীবন। পিতার কাছে যাবার আমিই একমাত্র পথ" (*যোহন ১৪:৬*)। যিশুই জীবনের উৎস ও উৎসের কাছে যাবার পথ।

যিশু নিজেই একজন মিশনারী, যিনি প্রেরিত হয়েছেন এই জগতে মানুষের মুক্তির জন্য। যিশু পিতার ভালোবাসার পরিপূর্ণ প্রকাশ। "ঈশ্বর জগতকে এতোই ভালোবাসেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের উপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে" (*যোহন ৩:১৬*)। যিশুর জীবনের সাথে আমাদের জীবন একত্রিত করা, অন্যের সঙ্গে সহভাগিতা করা, অসহায় ও অভাবী মানুষদের পক্ষ অবলম্বন করে যিশুর সত্যবাণীকে অন্যের কাছে নিয়ে যাওয়া ও সহযাত্রি হয়ে মিলন সমাজ গঠনে অংশগ্রহণ করা।

সহযাত্রিক মণ্ডলী, খ্রিস্ট মণ্ডলীর জন্মদিন পঞ্চাশত্তমীর পর্বদিন থেকেই যাত্রা শুরু হয়েছে যা আজও চলমান। যিশুর প্রতিশ্রুতি অনুসারে প্রেরিত শিষ্যগণের উপর পবিত্র আত্মা নেমে এসেছেন। ভয়ে মিয়মাণ শিষ্যরা পবিত্র আত্মার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এই যিশুর পুনরুত্থানের কথা বিশ্বাস, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেন; শিষ্যদের ভাষণ শুনে প্রায় তিন হাজার খ্রিস্টবিশ্বাসীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। এই খ্রিস্টবিশ্বাসীরা শুধুমাত্র ইহুদী ছিল না। সেখানে উপস্থিত ছিল নানা দেশ, জাতি, ভাষা ও গোষ্ঠির মানুষ (*দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:১-১৪;৩২-৩৩;৩৮-৪১*)। মণ্ডলীর জন্মদিনেই প্রকাশ পায় মণ্ডলী সবার জন্য উন্মুক্ত ও সবাই এই মণ্ডলীতে যুক্ত হতে পারে। আর এই মণ্ডলীতে যুক্ত হতে হলে মনের পরিবর্তন ঘটানো দরকার (*দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৩৭-৩৮*)। আমাদের উন্মুক্ত মনের হতে হয়। নিজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে অন্যকেও অংশগ্রহণ করার অনুপ্রেরণা দিতে হয়।

আদি মণ্ডলীর জীবনধারার ধারা ও বৈশিষ্ট্য দেখলে মণ্ডলীর স্বরূপ আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার (*দ্রঃ শিষ্যচরিত ২:৪২-৪৭*)। কেমন হওয়া দরকার সহযাত্রিক/সিনডাল মণ্ডলী। তারা একত্রে মনোযোগের সাথে প্রেরিতদূতদের দেয়া শিক্ষা শুনত। একসঙ্গে একত্রে মিলেমিশে থাকত ও নিজেদের মধ্যে সহভাগিতা করত। বিশ্বাসের জীবনে নিয়মিত বাণী অনুষ্ঠান (বাণী পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও সহভাগিতা) ও রুটিছেড়া (খ্রিস্টযাগ) অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করত। আমরা এখানেই খুঁজে পাই মাণ্ডলিক জীবনে আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সহযাত্রিক মণ্ডলী ও বাস্তবতা:- মণ্ডলী হল ঐশ প্রতিষ্ঠান (Divine Institution)। মণ্ডলী খ্রিস্টের নিগূঢ় দেহ। আমরা তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ (*দ্রঃ ১ম করিন্থীয় ১২:২৭*)। আমরা (মণ্ডলী) খ্রিস্টের সাথে যুক্ত। আমরা বিভিন্ন

অঙ্গের কাজের মত করে পবিত্র আত্মার দেওয়া দান ও ফলে বিভিন্ন গুণান্বিত হয়ে (*দ্রঃ ১ম করিন্থীয় ১২:৩-১১*) মণ্ডলীতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে মণ্ডলীকে করে তুলি প্রাণবন্ত ও সক্রিয়। মাণ্ডলিক জীবনে সবার সরব উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ কতই না গুরুত্বপূর্ণ!

আমি/আমরা ভুলে যাই আমার/আমাদের দায়িত্ববোধ। একত্রে চলার পরিবর্তে একলা চল নীতিতে চলা। আমি-ই ও আমারটা-ই সেরা, আমার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। আমার কৃষ্টি-সংস্কৃতিই সেরা। ধনী-গরীব উচুঁ-নিচু ব্যবধান, দলাদলি, মতভেদ ও দ্বন্দ। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ (জল, বায়ু, শব্দ ও মাটি), অভিবাসন, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টির চলমান জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। "সমস্ত সৃষ্টি ব্যাথায় আর্তনাদ করছে" (*রোমীয় ৮:২২*)। আশান্তির আগুনে পুড়ছে সারা জগত। সহযোগিতা ও সহভাগিতা নয়, বরং চারিদিকে হিংসা ও স্বার্থপরতা।

এই সকল পরিস্থিতির কারণেই মণ্ডলীর গতিধারা ব্যাহত হচ্ছে। অংশগ্রহণে সক্রিয়তা, একতা, সবার সঙ্গে চলা ও সহভাগিতা-সহযোগিতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সহযাত্রিক/সিনডাল মণ্ডলীর ভাবনা আমাকে/আমাদেরকে মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যকে (এক, পবিত্র, সর্বজনীন ও প্রৈরিতিক) মনে করিয়ে দেয়। পোপ মহোদয় কর্তৃক নির্দেশিত 'সিনডাল মণ্ডলী: মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণ' হওয়ার যাত্রায়, মাণ্ডলিক জীবনে মানব মর্যাদা রক্ষা ও সৃষ্টির যত্নে আমার/আমাদের দায়িত্বকে স্মরণ করতে হয়।

আমাদের করণীয়ঃ- মাণ্ডলিক জীবনে সহযাত্রি হয়ে আমরা সম্মিলিতভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারি;

ক) সক্রিয় হয়ে মণ্ডলীতে অংশগ্রহণ করে সবার মঙ্গলের জন্য মণ্ডলীর (কর্তৃপক্ষ) দেওয়া নির্দেশনা শোনা ও পালন করা। "বিশ্বাসীরা প্রায়ই একত্র হয়ে মনোযোগের সঙ্গে প্রেরিতদের শিক্ষা গ্রহণ করতেন" (*শিষ্যচরিত ২:৪২ক*)।

খ) ব্যক্তি ও সমষ্টিক জীবনে বাণী পাঠ, শ্রবণ, ধ্যান ও সহভাগিতা (যাপিত জীবন) করা। "ঈশ্বরের বাক্য/বাণী জীবন্ত ও সক্রিয়" (*হিব্রু ৪:১২ক*)। মনে রাখা দরকার বাণী সমন্ধে অজ্ঞতা মানে খ্রিস্ট সম্বন্ধেই অজ্ঞতা। যাপিত জীবনে অন্যের কাছে সুসমাচার প্রচার করা।

গ) খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করা। শুধুমাত্র বড় বড় উৎসবে নয়। খ্রিস্টযাগ হল মণ্ডলীর জীবন ও উৎস। "আমিই আঙ্গুরলতা, আর তোমরা শাখা। যে আমাতে সংযুক্ত থাকে সে প্রচুর ফলে ফলবান হয়, কারণ আমাকে ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পার না" (*যোহন ১৫:৫*)। খ্রিস্টবিশ্বাসীর জীবন হল খ্রিস্টেতে জীবন সাধনা।

ঘ) ধনী-গরীব ও সব কৃষ্টি-সংস্কৃতির মানুষ মিলেমিশে বাস করা। অন্যকে মনযোগ দিয়ে শোনা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা। মাণ্ডলিক জীবনে আমরা সবাই সমান ও একই খ্রিস্টের অনুসারী। পারস্পরিক মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা।

ঙ) সৃষ্টির যত্নে পরিবেশ পরিষ্কার পরিছন্ন করা ও বৃক্ষ রোপন করে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করা। বিশ্বায়ণের যুগে আমরা সবাই 'এক পৃথিবী, এক বাড়ি ও এক ভবিষ্যতে'র' বাসিন্দা। সুতরাং আমাদের সবার বাড়ি পৃথিবীকে যত্ন নিতে হয় ও বাস যোগ্য করে তুলতে হয়।

উপসংহারঃ- "আমি তোমাদের এই আদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা একে অপরকে ভালোবাস" (*যোহন ১৫:১৭*)। খ্রিস্টকে অনুসরণ করে সম্মিলিতভাবে চলাই আমাদের আহ্বান। নিজ জীবনে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থেকে যিশুকে অনুসরণ করে সবার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণে এগিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য ও দায়িত্ব। মাণ্ডলিক জীবনে সকল ক্ষেত্রে সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হয়। মনে রাখা দরকার যে, আমি/আমরা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত ও অধিকার প্রাপ্ত মানুষ। সুতরাং, আমরা/আমাদের সক্রিয় অংশগ্রহণে একটি সহযাত্রিক/সিনডাল মণ্ডলী গড়ে তুলি, যেখানে সবার স্বপ্ন ও সাধনা হবে মিলন, অংশগ্রহণ ও প্রেরণ (communion, participation and mission)॥

৪৪ তম মৃত্যুবার্ষিকী

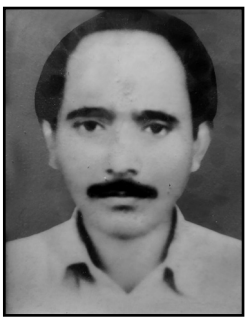

স্বর্গীয় মার্সেল ডি'কস্তা
জন্মঃ ০৫ অক্টোবর, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যুঃ ০৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ

মরণ সে তো শেষ নয়, ভক্ত প্রাণের নেইতো ক্ষয়। দীর্ঘ ৪৪ টি বছর হলো তোমার বিদায়ের। এতো দীর্ঘ সময়ও পার হলেও, আমাদের কাছে আজও তুমি বর্তমান। তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমি থাকবে চিরকাল, আমাদের ভালোবাসার স্মৃতি হয়ে অনন্তকাল।

আমৃত্যু ঈশ্বরের কাছে তোমার আত্মার চির শান্তির জন্য প্রার্থনা করে যাব।

তোমারই স্নেহের সন্তানেরা
মুক্তা নীলয়, নন্দা, গুলশান।

বিজ্ঞ/২৬/২৪

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩১ জানুয়ারি, ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

লিলি জাসিন্তা রোজারিও
মৃত্যু: ৩১ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
দড়িপাড়া (মনেগ বাড়ী)

বাবা, আশা করি পিতা ঈশ্বরের কৃপায় যিশুর কাছে আছো মাকে নিয়ে। মৃত্যু তোমাদের মিলিত করেছে যিশুর কাছে। বাবা আমি তো এতিম হয়ে গেলাম। ২টা মেয়েকে ডাকি মা ও বাবা বলে। বাবা ও মা তোমাদের আশীর্বাদে যেন আমি প্রার্থনা পূর্ণ জীবন যাপন করতে পারি। তোমরা আমাদের অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা। আমি বিশ্বাস করি পিতা মহিমায় বাবা ও মা ঈশ্বরের কৃপায় স্বর্গ থেকে আমাদের বিপদ আপদ ও সমস্ত সমস্যা থেকে রক্ষা করবে। মা আমাকে ক্ষমা করে দিও। মা তোমার নামে ৩৬৫ দিনের ১ আগস্ট, ২০২৩ থেকে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশা চলছে।

তোমাদের আদরের, অশ্রু

বিজ্ঞ/২৭/২৪

“কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে”

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

“আমি চিরতরে দূরে চলে যাব/তবু আমারে দেব না ভুলিতে।” কাজী নজরুল ইসলামের এই গানের মতই ফাদার ফ্র্যাংক কুইনলিভেন, সিএসসি ২৮ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু তাকে ভুলতে পারছি না। তাই বার বার বলতে ইচ্ছে হয়, “তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম/নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা নিশীথিনী সম।” তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু আছেন আমাদের হৃদয়ের মনিকোঠায়। তাই বার বার এ কথা মনে আসছে, “নয়ন সম্মুখে তুমি নাই/নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।” ঈশ্বর তাঁর এই সেবককে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন। তাই ঈশ্বরের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, “মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/তবে তাই হোক।”

“মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়-প্রেম নয়, কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ’লে আসি।”

জীবনানন্দ দাশের এই কবিতার মতই ফাদার ফ্র্যাংক-এর মনেও একই অনুভূতি ছিল। ফাদার ফ্র্যাংক যখন স্কয়্যার হাসপাতালে ভর্তি হলেন, তখন থেকেই নিজেকে ঈশ্বরের হাতে সঁপে দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তিনি হয়তো বুঝতে পারছিলেন, ঈশ্বর তাকে ডাকছেন। তাই তিনি বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা নিতে চাননি। জীবিত থাকতেও তিনি হাসপাতালে যেতে চাননি। সব সময় বলতেন, ঠিক আছি। অনেক বুঝানোর পর তিনি অবশেষে ব্যাংককে যেতে রাজি হয়েছিলেন। হলিক্রস ফাদারগণ তাকে ব্যাংককে নিয়ে যাওয়ার জন্য সব ব্যবস্থাও করেছিলেন। জানুয়ারি ২৮ তারিখেই তার যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঐ দিন সকাল থেকেই আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে আবার স্কয়্যার হাসপাতালে নিতে হল। মানুষের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করে নিলেন। তার আশাই পূর্ণ হল। সব দেবতাকে ছেড়ে, সব মানুষকে ছেড়ে তার প্রাণের কাছে, তার সৃষ্টিকর্তার কাছেই চলে গেলেন।

আমাদের ছেড়ে ফাদার ফ্র্যাংক
“পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে
চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে;
আবার তাহারে কেন টেনে আনো? কে হায়
হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।”

ফাদার ফ্র্যাংক আজ আমার হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাচ্ছে। ২০১৯-২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছর পুরান ঢাকার জিন্দাবাহারে অবস্থিত মরো সেমিনারীতে আমরা একসাথে ছিলাম। তিনি ছিলেন সেমিনারীর আধ্যাত্মিক পরিচালক ও শিক্ষক। তবে তিনি আমাকে সবক্ষেত্রেই সাহায্য সহযোগিতা করতেন। প্রকৃতভাবে তিনি ছিলেন আমার অভিভাবক। তিনি সেখানে ছিলেন মিশনারীস অব চ্যারিটি সিস্টারদের আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা (মাদার

ফাদার ফ্র্যাংক কুইনলিভেন, সিএসসি

তেরেজার সম্প্রদায়)। তিনি প্রতি শনিবার বিকালে সিস্টারদের জন্য কনফারেন্স দিতেন ও পাপস্বীকার শ্রবণ করতেন। তিনি প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে প্রার্থীদের জন্য কনফারেন্স দিতেন ও পাপস্বীকার শ্রবণ করতেন। আমাদের মরো সেমিনারীতে সপ্তাহে দু’দিন মিশা দিতেন এবং সিস্টারদের ওখানে দু’তিনদিন মিশা দিতেন। এছাড়াও রবিবার সন্ধ্যায় লক্ষীবাজারের হলিক্রস গির্জায় সাড়ে ছ’টায় ইংরেজি মিশা দিতেন। সকালে তিনি মরো সেমিনারীতে ইংরেজি কোর্সের ছেলেদের জন্য ক্লাস দিতেন এবং ক্লাস শেষে নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে ক্লাস নিতে যেতেন। আবার সেখান থেকে অনেক সময় রামপুরায় মরো হাউজে চলে যেতেন। সাভারে অবস্থিত বিসিআর সেন্টারে ৪০ দিনের ইংরেজি কোর্সে থেকেও সেবা দিয়েছেন। তিনি সেখান থেকে সপ্তাহে দু’য়েক বার আসতেন। তিনি যাতায়াতের জন্য পাবলিক বাস, অটো কিংবা রিক্সায় চড়তেন। তিনি এভাবে অনেক পরিশ্রম করতেন। অনেক ভ্রমণ করতেও পারতেন।

তিনি বাধ্যতার ব্রতে বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি সব সময়ই আমাকে তার হাউস সুপিরিয়র বলেই পরিচয় দিতেন। অথচ তিনি ছিলেন আমার প্রভিন্সিয়াল। তিনি আমার চেয়ে বয়সে ও অভিজ্ঞতায়ও অনেক খ্যাতিমান। তবু তিনি কোন প্রোগ্রাম করার আগে আমার সঙ্গে কথা বলতেন ও আমাকে জানাতেন। তিনি কোথাও গেলে আমাকে জানিয়ে যেতেন এবং কাগজে নোট লিখে যেতেন কিংবা মোবাইলে টেক্সট পাঠাতেন। এভাবে তিনি তার বাধ্যতার ব্রত অনুশীলন করেছেন। কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করতেন না। তিনি তার মত প্রকাশ করতেন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতেন। তিনি সেমিনারীয়ানদের খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তার রুম সর্বদাই খোলা থাকত। কোনদিন তালা দিতেন না। আমি বরং দূরে কোথাও কয়েকদিনের জন্য চলে গেলে তার রুমে তালা দিয়ে দিতাম।

আমরা অনেকেই মনে করি, ফাদারের অনেক টাকা আছে। হ্যাঁ, আমিও স্বীকার করি তার অনেক টাকা আছে। মাসে কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে আসতেন। তবে সেই টাকা তার নিজের ব্যবহারের জন্য নয়। নিজের প্রয়োজনের জন্য আমার কাছ থেকেই টাকা চেয়ে নিতেন। হাত খরচ ও যাতায়াতের জন্য আমার কাছ থেকেই টাকা নিতেন। তিনি সাধারণ জীবন যাপন করতেন। দামি কোন মোবাইল ছিল না। সাধারণ বাটনের মোবাইল ব্যবহার করতেন। খাওয়ার মধ্যে কফি ও সিগারেট তার নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় ছিল। সিগারেটের মোথাগুলো আবার সুন্দর করে বোতলে ভরে রাখতেন। এ ছাড়া তার বেশি কিছু চাওয়ার ছিল না। সেমিনারীয়ানরা যা খেত, তাই খেতেন তিনি। তবে মান্দিদের ‘ওয়াক ফোরা খারী’ খুব পছন্দ করতেন। শুকর ও চালের গুড়ি দিয়ে এই বিশেষ খাবার থাকলে তিনি সব কিছু বাদ দিয়ে সেই খাবারই আগে নিতেন। তার জন্মদিনে এই খাবারের আয়োজন করতাম। দেখতাম তিনি খুব খুশি মনে খেতেন।

তিনি ছিলেন খুবই আত্মত্যাগী ও পরার্থপর। সর্বদাই পরের মঙ্গল কামনা করতেন। তিনি ছিলেন স্বার্থত্যাগী। তাই তার পরিবারের সম্পদ বিক্রি করে ময়মনসিংহ শহরে নটর ডেম কলেজ গড়ে তোলার জন্য টাকা দিয়েছেন। তার এই উদারতা স্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি ভবনের নাম ‘কুইনলিভেন ভবন’ নামকরণ করা হয়েছে। সেই ভবনেই হলিক্রস ফাদারগণ বসবাস করেন।

তিনি খুব বই পড়তেন। ভাল বই পেলে মাঝে মাঝে আমাকেও দিতেন। তিনি ইংরেজি বইগুলো পড়ে ফাদার গিলবার্ট লাগু ও প্যাট্রিক গ্যাফনির সাথে সহভাগিতা করতেন। বিদেশ থেকে এলে তাদের জন্য বই নিয়ে আসতেন। তিনি নিজেও কয়েকটি বই লিখেছেন, 'দু'য়ে মিলে এক' 'Essential English Vocabulary Meaning and Usage 4000 words', Pearls, Leads Us into Love । তিনি অনুবাদ ও সম্পাদনার কাজেও নিয়োজিত ছিলেন। তিনি প্রভিন্সের সেক্রেটারী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ইংরেজি লেখার সংশোধনের জন্য আমি তার কাছেই যেতাম। তিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও সময়মত তা দেখে দিতেন।

তিনি গান খুব পছন্দ করতেন এবং গাইতেও পারতেন। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ৯ আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দিবসে তাকে গান করার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। তখন তিনি খুশি মনে গাইলেন, "ঈশ্বরের আত্মা আমায় যখন চালায় আমি দাউদের মত গান গাই---" এই গান শেষে আবার বললেন, "তবে এই গানটি শ্রীমঙ্গলের হোস্টেলের ছেলেরা অন্যভাবে গায়। তারা এইভাবে গায়, ঈশ্বরের আত্মা আমায় যখন চালায়, আমি ফাদারের মত বিড়ি খাই।" এই বলে তিনি খুব মজা করতেন। তিনি একবার মা দিবসেও ইংরেজিতে গান গেয়ে আমাদের শুনিয়েছেন।

তিনি একজন রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। অনেক শিশু, নারী, বিধবাকে নানা সমস্যা থেকে রক্ষা করেছেন ও লালন পালন করেছেন। এমনকি আমাদের অনেক সেমিনারী ও যাজকদেরকেও নানা সমস্যা থেকে রক্ষা করেছেন। যাজকদের যাজকত্ব রক্ষা করেছেন। তিনি যাজকদের প্রতি তার পিতৃত্বসুলভ ভালোবাসা দেখিয়েছেন।

২০২০ খ্রিস্টাব্দে করোনা'র সময় লকডাউনের কারণে তিনি খুব অস্বস্তিতে দিন কাটাতে থাকেন। তিনি ছিলেন কাজপাগল মানুষ। বলতে গেলে এই সময় তার হাতে কোন কাজ ছিল না। বাইরেও বের হতে পারছিলেন লকডাউনের কারণে। যাই হোক, এই সময় দু'টি নির্জন ধ্যান পরিচালনা করার প্রস্তাব পান তিনি। হলিক্রস সিস্টারদের এবং হলিক্রস ফাদারদের ম্যাথিস হাউজে। তখন তিনি খুব খুশি হন। এই সময় তিনি অনেক অভাবী দুঃখীজনদের নানা ভাবে সাহায্য করতেন। মাঝে মাঝে বিরক্তিও প্রকাশ করতেন। কারণ অনেক অপরিচিত লোকও আসত তার কাছে। তারা তাকে প্রায়ই বিরক্ত করত।

তিনি একজন আধ্যাত্মিক মানুষ, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং নির্জনধ্যান পরিচালক। তার জীবনদশায় কতগুলো নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেছেন এবং কতজনকে আধ্যাত্মিক পরামর্শ দিয়েছেন তা বলা যায় না। বললে হয়তো বেশি বলা হবে না যে, বাংলাদেশের সিস্টার, ব্রাদার ও ফাদার প্রায় সবাই তার স্পর্শ পেয়েছে এবং তার আধ্যাত্মিক পরামর্শ ও নির্জনধ্যান কিংবা ক্লাস পেয়েছে। আমাদের নব্যালয়ে তিনি ২০১০ খ্রিস্টাব্দে ১২-১৭ জুন পর্যন্ত বার্ষিক নির্জন ধ্যান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সেখানে লেবু গাছের উদাহরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "লেবু গাছে জীবনভর ফল ধরে। তবে একই শাখায় আছে পাকা ফল, কাঁচা ফল ও ফুল। তেমনি আমাদের জীবনের কিছু দিক পরিপক্ক, কিছু দিক কাঁচা, কিছু দিক নতুন। তাই পরিপক্কতার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ফলের মাধ্যমে সেবা দিতে হবে।" তিনি প্রায়ই দুই চোরের গল্প বলতেন। দুই চোর হল; গতকাল ও আগামীকাল। এই দুই চোর জীবন থেকে 'আজ'কে চুরি করে। তাই অতীত ও ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আজ কিছুই করা হয় না। নির্জন ধ্যান হল এই দুই চোরকে বিদায় জানানোর সময়। সেই নির্জন ধ্যানের সময় বলেছিলেন, "একা এবং বোকা" সম্পর্কে। "একা এবং বোকা" একই। যারা মনে করে আমি একাই চলব, একাই পারব, একাই থাকব। তারা বোকা। কারণ বোকারাও তাই ভাবে।"

ফাদার ফ্র্যাংক ময়মনসিংহে অবস্থিত মাইকেলের আরাধনা আশ্রম মনেস্টারী সিস্টারদের আধ্যাত্মিক পরামর্শসহ নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন এবং মিশনারীজ অব চ্যারিটি সম্প্রদায়ের (মাদার তেরেজার) সিস্টারদেরও আধ্যাত্মিক পরামর্শসহ নানাভাবে সেবা দিতেন। তিনি অনেক বছর ধরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে অবস্থিত কুমুদিনী হাসপাতালেও প্রত্যেক শনিবারে মিশা দিতে যেতেন।

ফাদার ফ্র্যাংক ছিলেন একজন পালক। মেষপালক যেমন তার মেষদের সেবাযত্ন করেন, তেমনি তিনিও যিশুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার মেষদের খোঁজখবর রাখতেন এবং যত্ন করতেন। তিনি পালক হিসেবে সেবা দিয়েছেন হাসনাবাদ (মে- জুলাই ১৯৮০), গোল্লা (অক্টোবর ১৯৮০-৮১), তুইতাল (ফেব্রুয়ারি ১৯৮১-জুলাই ১৯৮১), নাগরী (নভেম্বর ১৯৮২-জুন ১৯৮৫), শ্রীমঙ্গল (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬- জুলাই ২০০৫)। সেখানকার অনেক খ্রিস্টভক্ত তাকে এখনও স্মরণ করেন।

ফাদার ফ্র্যাংক শিক্ষাসেবায়ও কাজ করেছেন। মরো সেমিনারীতে ইংরেজি কোর্সে এবং নটর ডেম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশে শিক্ষাসেবার সাথে সংযুক্ত থেকে শিক্ষায় অবদান রেখেছেন। নটর ডেম কলেজ ময়মনসিংহ প্রতিষ্ঠায় তার অবদান অনস্বীকার্য। শুধু তাই নয়, শিক্ষার জন্য অনেক মানুষকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

ফাদার ফ্র্যাংক গঠনকাজের সঙ্গেও অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বরিশালে অবস্থিত নব্যালয়ে নবিস মাস্টার ছিলেন (ফেব্রুয়ারি-জুলাই ১৯৮২), হলিক্রস নব্যালয় কলোরাডো, আমেরিকা (১৯৮৫-১৯৯১) পবিত্র ক্রুশ সাধনা গৃহের সহকারী পরিচালক ছিলেন (আগস্ট ২০০৫-০৬ এবং ২০১২-১৪)। এভাবে তিনি অনেকের গঠন দিয়েছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসেবেও কাজ করেছেন। বরিশালে অবস্থিত পাস্টরাল ও ধ্যানাশ্রম সেন্টারে (১৯৯৪-৯৬) ভাদুনে অবস্থিত পাস্টরাল ও ধ্যানাশ্রম সেন্টারে (১৯১৪-১৬)।

তিনি আমেরিকার ইন্ডিয়ানায় সহকারী প্রভিন্সিয়াল ছিলেন (১৯৯১-৯৪) এবং বাংলাদেশের হলিক্রস যাজক শাখা 'যীশু হৃদয় সংঘপ্রদেশ'-এর প্রভিন্সিয়াল ছিলেন (২০০৬-১২)।

ফাদার ফ্র্যাংক সবার সঙ্গে এবং সর্বক্ষেত্রেই কাজ করেছেন। পালকীয় সেবাকাজ, আধ্যাত্মিক সেবাকাজ, সংস্কারীয় সেবাকাজ, শিক্ষাসেবায় কাজ, গঠন সেবাকাজ, সামাজিক সেবাকাজ। তিনি লোকদের সেবা করার উদ্দেশে সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে একটি সংঘও প্রতিষ্ঠা করেছেন। যার মধ্যদিয়ে তিনি পিছিয়ে পড়া ও ঝরে পড়া অনেক মানুষকে সেবা দিয়েছেন। তিনি সকলের সাথে মিশেছেন। ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পাপী-সাধু, অবহেলিত-নিগৃহীত, পরিচালক, বিশপ, সিস্টার-ব্রাদার-ফাদার, আবার শিশুদের সাথেও মিশেছেন এবং ভালোবেসেছেন। তার সেবাকর্ম বৈচিত্র্যপূর্ণ, বিশ্বব্যপী, সর্বজনীন, প্রসারিত এবং সুগভীর। এই মহান ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ঠিকই কিন্তু ঠাঁই নিয়েছেন সেই শ্বাশত আবাসে। কারণ এই বিশ্বে কোন কিছুই হারায় না। সব কিছুই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই কাজী নজরুল ইসলাম তার গানে এইভাবে ব্যক্ত করেছেন।

"তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু
আমরা অবোধ, অন্ধ মায়ায় তাই তো কাঁদি প্রভু।
ঝরে যে ফল ধুলায় জানি, হয় না (কভু) হারা
ঐ ঝরা ফুলে নেয় যে জনম তরুণ তরুর চারা।
হারালো (ও) মোর প্রিয় যারা
তোমার কাছে আছে তারা
আমার কাছে নাই তাহারা।" ৯০

ত্যাগ ও দরিদ্রতার ভাস্বর সাধু আন্তনী

ফাদার প্রলয় আগষ্টিন ডি'ক্রুশ

মহান সাধু আন্তনী, অলৌকিক কর্মসাধক সাধু আন্তনী নামেই অধিক পরিচিত। কারণ তিনি তাঁর জীবনদশায় অনেক অলৌকিক কার্য সমাধা করে ভক্তদের মঙ্গল সাধন করেছেন, আর তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর নামে, তাঁর মধ্যস্থতায় এত বেশি আশ্চর্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে যে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীগুলি নিয়ে মানুষের ভাববার যেন অবকাশ ছিল না বা এখনও হচ্ছে না। তাই সাধু আন্তনীর কথা আসলেই তাঁর নামের সাথে অলৌকিক ক্ষমতার বিষয়টি জড়িয়ে আছে। আন্তনী একজন মহান সাধু শুধু মাত্র তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য নন। যদিও তাঁর অলৌকিক কাজ অন্য সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে। ব্যক্তি আন্তনীর ব্যক্তি জীবন শুধুমাত্র কিছু আশ্চর্য কাজের সমষ্টি নয়। কিন্তু ত্যাগ তিতিক্ষা, প্রার্থনা, পরিশ্রম, উপবাস আর সাধনার ফসল। তিনি প্রথম দিকে সুবক্তা হিসাবেই বেশি পরিচিতি পান। এই মহান ব্যক্তির অন্যান্য গুণাবলীগুলি যে মানুষ জানে না তা কিন্তু নয়; কিন্তু তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার বিষয়টির মত অন্যান্য গুণাবলিগুলি ততটা আলোচিত নয়, যতটা আলোচনায় আসে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা।

কিভাবে লিসবনের এই সাধারণ মানুষটি, যিনি মাত্র ৩৬ বছর বেঁচেছিলেন তিনি এমন একজন মহান সাধু হয়ে উঠেছেন! শুধু মাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহে? হ্যাঁ তা তো অবশ্যই। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের যোগ্য ছিলেন। তিনি নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলেছেন যেখানে ঈশ্বরের দান ফলশালী হয়ে উঠেছে। তিনি বাইবেলে বর্ণিত সেই উর্বর ভূমির মত যেখানে ঐশবাণীর বীজ পড়ে পত্র পল্লবে সুশোভিত হয়ে শত ফলে ফলশালী হয়ে উঠেছেন। আর এই সব সম্ভব হয়েছে তার ত্যাগ ও সাধনার গুণে। সাধু আন্তনী অসম্ভব ত্যাগী ও দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষ ছিলেন। তিনি নিজেও দরিদ্রতার জীবন যাপন করেছেন। তাঁর জীবন বিশ্লেষণ করে, যদি তাঁর গুণাবলীগুলি প্রথম থেকে সাজানো যায়, তাহলে দেখা যাবে যে তাঁর ত্যাগময় জীবনটাই সর্ব প্রথমে চলে আসবে। কেননা তিনি মঙ্গলবাণীর জন্য, যিশু খ্রিস্টের জন্য সমস্ত কিছু ত্যাগ করেছেন। তাঁর ব্যক্তি জীবনের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া পাওয়া সব কিছু তিনি উদার ভাবে ত্যাগ করেছেন এমন কি তিনি নিজেকেও ত্যাগ করেছেন।

চাকচিক্য জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন করার মত সবরকমের অবকাশই তার ছিল। কেননা পারিবারিকভাবেই তিনি ধনী ছিলেন। তাঁর বাবা একজন ধনী সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন এবং তিনি পর্তুগালের রাজা দ্বিতীয় আলফন্সের সময়ে একজন প্রভাবশালী বিচারক ছিলেন। ছোট বেলায় আন্তনী লিসবন শহরের নামকরা স্কুলে পড়ালেখা করেছেন, যেখানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানেরা লেখাপড়া করার সুযোগ পায়। ধনী পরিবারের সন্তান হওয়া তাঁর কোন কিছুর কমতি ছিল না। তিনি যা ইচ্ছা করতেন, তা-ই পেতে পারতেন। ছোট শিশু হিসাবে তার খেলনার অভাব ছিল না, খেলার সাথীর অভাব ছিল না। সুস্বাদু খাবার, পানীয় প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই ছিল। বিলাস দ্রব্য সামগ্রীর অভাব ছিল না। তদরূপ যুবক ফার্দিনান্দ (সাধু আন্তনীর দীক্ষাস্নানের নাম) যুব বয়সে যা কিছু প্রয়োজন ছিল তারও কোন কিছুরই অভাব ছিল না। এই রকম একটা ধনী আবহার মধ্যে বেড়ে উঠেও তিনি জাগতিক কোন কিছুর প্রতি মোহাবিষ্ট হননি। তাঁর চেহারার দিকে তাকালে দেখতে পাই তিনি কেমন সুঠাম সুপুরুষ ছিলেন। তিনি প্রগাঢ় জ্ঞানের অধিকারী ও ব্যক্তিত্ববান মানুষ ছিলেন। যদি তিনি ইচ্ছা করতেন জীবনের যে কোন সম্মানজনক পেশা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতেন; জাগতিক সুনাম লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সব ধরনের জাগতিকতা পরিহার করেছেন। বেছে নিয়েছেন ত্যাগ ও দরিদ্র্যতার জীবন। ত্যাগের মহিমায় তাঁর জীবনটা ছিল ভাস্মর। কতটা শক্ত মনোবলের অধিকারী হলে তিনি এই সমস্ত কিছু ত্যাগ করে দরিদ্রতার পথে হাঁটতে পারেন! কতটা ত্যাগী হলে তিনি এই সব কিছুর মায়া জলাঞ্জলি দিতে পারেন? আর মাত্র পনের বছর বয়সে সংসার বিবাগী হওয়ার এই কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন !

অনেক আরাম আয়েশে, প্রাচুর্য্যের মধ্যে বড় হয়েও তিনি নিজের জন্য গ্রহণ করেছেন সাধারণ জীবন। থেকেছেন সাধারণ একটি ছোট্ট ঘরে। ঘুমিয়েছেন শক্ত বালিশ, বিছানায়। বেঁচে থাকার জন্য আহার করেছেন সামান্য রুটি আর ফল। কিন্তু অদম্য উৎসাহে বাণী প্রচার করেছেন। নিজের খাবার ভাগ করে দিয়েছেন অভাবী, দরিদ্র মানুষের মাঝে। দুঃখী, দরিদ্র, অভাবী, পাপী মানুষের পাশে দাড়িয়েছেন। তাদের দিয়েছেন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক খাদ্য। সাধু আন্তনীর গোটা জীবনটাই ত্যাগ ও দরিদ্র্যতার প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ। এইসবের মধ্যেই তিনি পেয়েছেন জীবনের পরম সম্পদ।

সাধু আন্তনীর ত্যাগময় জীবনের দিকে তাকিয়ে আমরা যদি আমাদের বর্তমান সময়ের দিকে নজর দেই, যদি আমাদের সামাজিক কিংবা ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করি, তাহলে কি দেখতে পাই? অনেক দরিদ্র মানুষের পাশাপাশি আমরা অনেক ধনী, বিলাসী মানুষ বসবাস করি। অনেকে আছি, যারা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পাচ্ছি, বেশি খাচ্ছি, অনেক অপচয় করছি। যারা নিজেদের ধন সম্পদ নিয়ে বাড়তি অহংকার করছি, ফুটানি করছি। আমরা আমাদের সন্তানদের জাগতিক দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে বড় করছি। অনেক সময় তাদের যা দিচ্ছি সেই সকল জিনিসের যথার্থ ব্যবহার করাও তাদের শিখাইনা। তাদের কান্না থামাতে হাতে তুলে দেই নানারকম খেলনা, মোবইল ফোন, টেবলেট, আর তারা এগুলি তাদের নিজের বলেই জানে। আমাদের প্রয়োজনে হাত থেকে নিতে চাইলে তারা তা আর ফিরিয়ে দিতে চায় না। আবার কান্না জুড়ে দেয়। মায়ের আদরমাখা স্পর্শের চেয়ে, বাবার সোহাগভরা শাসনের চেয়ে, ঠাকুরমা-ঠাকুরদাদা, আত্মীয় পরিজনের চেয়ে মোবাইলের রঙ্গিন স্ক্রীনই তাদের কাছে বেশী প্রিয়। তারা এই সমস্ত জিনিসের প্রতি আসক্ত হচ্ছে। আমাদেরও আসক্তি বাড়ছে আরো অনেক কিছুর প্রতি, সম্পদের প্রতি মাদক দ্রব্যের প্রতি গয়না-গাঁটি, ঘটি-বাটির প্রতি। আমরা পারস্পরিক সম্পর্কের চেয়ে যন্ত্রপাতির প্রতি নির্ভরশীল ও আসক্ত হয়ে পড়ছি। ঈশ্বরের ভালবাসা ও আশ্রয়ের চেয়ে অলিকের নেশায় বুদ হচ্ছি। কিন্তু আমরা কি সুখী হতে পারছি? আমরা ত্যাগ স্বীকার করতে অস্বীকার করছি আর হয়ে উঠছি স্বার্থপর। আমাদের অনেক জিনিস আছে, অনেক কিছু আছে কিন্তু আমরা সুখী হতে পারিছিনা।

সাধু আন্তনী তার বিরাট সম্পদ, বৈভ ত্যাগ করে যাজকীয় জীবন আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। আমরা তা করতে পারছি কই? সেই ত্যাগের পক্ষে আমরা নাই। ছেলে-মেয়েরা আজ যাজক-ব্রতীয় জীবনে যেতে আগ্রহী নয় কারণ সংসারের মায়ার বাঁধন। পিতা-মাতাগণ সন্তানদের ছাড়তে চান না। কারণ সন্তানদেও কষ্ট হবে। দম্পতিরা সন্তান নিতে চায় না, কারণ সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালন করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, অনেক কিছু ত্যাগ করতে হয়। এক দিকে আমরা সাধু আন্তনীর ত্যাগের, দরিদ্রতার, ধার্মিকতার প্রশংসা করছি। অন্য দিকে আমরা তা গ্রহণ করছি না। আমরা অস্বীকার করছি। সাধু আন্তনীর যে গুণাবলীগুলি আমাদের আকৃষ্ট করে, যা দেখে আমরা তাঁর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিতে নুয়ে পড়ি, তা আমাদের জীবনে গ্রহণ করা, ধারণ করা বাঞ্চনীয়।

সাধু আন্তনী যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন, তিনি দরিদ্রতার মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন ঐশ সুখ, শান্তি আর নির্মল আনন্দ। জীবন বাস্তবতা গ্রহণ করে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করতে হলে আমাদের ত্যাগী হতে হয়। সাধু আন্তনী যিনি আমাদের সামনে মহান ব্যক্তিত্ব, মহান সাধু; আমরাও যেন তাঁর মত হতে চেষ্টা করি। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকেই সেই অনুগ্রহ দিয়েছেন এবং সাধু আন্তনীর জীবন আমাদের সামনে আদর্শ হিসাবে রেখেছেন, রেখেছেন অনুপ্রেরণা হিসাবে, যেন আমরা ত্যাগ করতে, দরিদ্র জীবনযাপন করতে কিংবা নিজেরা দরিদ্র বলে ভয় বা লজ্জা না পাই। বরং উৎসাহিত হতে পারি, কারণ এর দ্বারাই আমরা পেতে পারি অন্তরের প্রশান্তি, মনের আনন্দ ও সুখ, আর ঐশ পুরস্কার তথা স্বর্গীয় মহিমা॥

পরিবার সংকটের মুখে : বিদ্যমান অবস্থা, চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

ফাদার নরেন জে বৈদ্য

পরিবার সমাজের ও দেশের প্রাণকেন্দ্র। পরিবার গৃহমন্ডলী। পারিবারিক জীবনের বর্তমান পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। অনেক পরিবার প্রার্থনাহীন পরিবার, যেখানে প্রার্থনা বলতেই নেই। অনেক পরিবার ধর্মবিশ্বাসহীন পরিবার যেখানে কাথলিক বিশ্বাস চর্চা বলতেই নেই। সাধু পলের কথা " স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য পালন করে; তেমনি স্ত্রীও যেন স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য পালন করে" *(১ম করি ৭:৩)* কিন্তু পরিবারে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। অনেক পরিবারে পরকীয়া প্রেম বিরাজমান। "বিবাহ বন্ধন যেন সকলে সমমানের চোখে দেখে; কোন কলঙ্ক যেন বিবাহ শয্যা স্পর্শ না করে। কারণ পরমেশ্বর যত দুশ্চরিত্র আর ব্যাভিচারী মানুষের বিচার করবেনই করবেন" *(হিব্রু ১৩: ৪)*। বর্তমানে পরিবার সংকটের মুখে তাই নাজারেথের যোসেফ মারীয়া যিশুর পবিত্র পরিবারের শিক্ষা ও মূল্যবোধের আলোকে পরিবার গঠনের নিরন্তর প্রচেষ্টা থাকা জরুরী প্রয়োজন। এ লেখনীর মাধ্যমে পরিবার জীবনে কয়েকটি আত্মিক করণীয় বিষয় উল্লেখ করব।

পরিবারে নৈতিকতার বিপর্যয় ও সংকট গভীরতর হচ্ছে

প্রেম-ভালবাসা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্যশীলতা, মর্যাদা, আস্থাশীলতা, শ্রদ্ধা সম্মান, সমর্থন, বিনয় নম্রতা, দায়িত্বশীলতা, বিশ্বাসের অনুশীলন, সহভাগিতা, ত্যাগ-সেবা, শৃংখলা, সুদৃষ্টান্ত, সহযোগীতা, স্বচ্ছতা, আনুগত্য, বাধ্যতা, মৃদুতা, পরিশ্রম, সময়দান, দয়া করুণা, সহমর্মিতা, প্রশংসা, হাসি আনন্দ, রসবোধ, উৎসাহ- অনুপ্রেরণা, মিতব্যয়িতা, মার্জিতবোধ, স্বীকৃতি, সুবিবেচনা, মায়া-মমতা, সৃজনশীলতা, সন্তুষ্টি, আন্তরিকতা ও ভক্তি, সততা, দায়বদ্ধতা, রুচিশীলতা, একতা, মিলন এই সমস্ত পারিবারিক মূল্যবোধগুলো যেন দিনে দিনে হারিয়ে যাচ্ছে।

যিশু বিবাহ জীবনকে অবিচ্ছেদ্য বন্ধন হিসেবে রক্ষা করার কথা বলেছেন: " ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে!" *(মথি ১৯:৬)*। বিবাহের সময় আংটি ব্যবহার করা হয় বিশ্বস্ততার চিহ্ন স্বরূপ, মালা আত্মদানের আর সিঁদুর সতিত্ব পবিত্রতা বিশুদ্ধতার চিহ্ন স্বরূপ। পরিতাপের বিষয়, বিবাহের কিছুদিন পরে পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। স্ত্রী বলেন, থাকলো তোমার সংসার চললাম বাপের বাড়ী। যেন চাইনিজ জিনিসপত্রের মত- কোন গ্যারান্টি ও ওয়ারেন্টি নেই। বাস্তবতা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পারিবারিক জীবনে প্রকট ভাঙ্গন ও বিচ্ছেদ বিদ্যমান। প্রতিটি ধর্মপল্লীর বিবাহের অনেক কেস মাণ্ডলীক ট্রাইবুন্যালে ধর্মপ্রদেশের জুডিশিয়াল ভিকারদের দপ্তরে রয়েছে।

আমি যখন বিবাহের ক্লাস দেই তখন ক্ষমার বিষয়ে একটা সাইকেলের চাকার সাথে তুলনা করে উল্লেখ করি যে, একটি সাইকেলে থাকে রিং, নাভি ও স্পোক। স্পোক দুই একটা না থাকলেও সাইকেলের চাকা চলে বা ঘুরে। দাম্পত্য জীবনের প্রেমের চাকার রিং হচ্ছে ক্ষমা আর নাভি হচেছ আত্মদান। স্পোকগুলো হলো সত্য, লজ্জা, হাসি, দান, চরিত্র,আতিথেয়তা, মিশুক, ধার্মিকতা ইত্যাদি গুণ। আত্মাদান ও ক্ষমার ভাব না থাকলে স্পোকগুলো অর্থাৎ অন্য সমস্ত গুণ আর কোন কাজে আসে না। তাই স্বামী স্ত্রী পরস্পর আত্মাদান করতেই থাকবে এবং ক্ষমার চোখে দেখবে। পরিবারে ভালবাসা ও ক্ষমার কৃষ্টি গঠন করা দরকার। বর্তমানে পরিবারে ক্ষমার বড় অভাব। প্রেমের চাকা ঘরছে না।

দায়িত্বশীল পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব হলো ঈশ্বরের সৃষ্টি কাজে বিশেষ অংশগ্রহণ। পরিবারে এখন দায়িত্বশীল পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের বড়ই অভাব। অনেক পিতামাতা সন্তানদের যত্ন করে না। আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তোলা ও তা সযত্নে রক্ষা করা পিতামাতার গুরু দায়িত্ব। কারণ সন্তানেরা কম্পিউটার, নেট-ব্রাউজিং, মোবাইল চ্যাটিং সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বন্ধুদের সাথে আড্ডা নিয়ে সময় কাটায়। এর মধ্যে পর্ণোগ্রাফিও বাদ যায় না। আত্মার চেয়ে দেহের প্রয়োজনই এখন বড় বেশী অনুভূত হচ্ছে। তারা ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বর ভক্তি জলাঞ্জলি দিচ্ছে। পরলোককে দূরে ঠেলে দিয়ে জাগতিক বস্তুসমূহ নিয়ে বেশী মগ্ন। পরলোকের কথা ভাববার সময় ও মনমানসিকতা থাকে না। পরিবারে ছেলেমেয়েদের নৈতিকতা রক্ষা করবে কে?

পরিবার হলো ঈশ্বর ও মানুষের সাথে মিলন সংস্কার। Family শব্দ যা বর্ণনাক্রমে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়। F – Father, A- And, M- Mother, I – I , L- Love, Y – You. বাবা এবং মা আমি তোমাকে ভালবাসি। "পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘজীবি হবে, যে প্রভুকে মেনে চলে, সে তার মায়ের মনে শান্তি এনে দেয়" *(বেন সিরাখ ৩:৬)*। কোন বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাকে কখনো কঠোরভাবে তিরস্কার করো না। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যেন তারা তোমার নিজের পিতা এবং নিজের মা। *(১ তিমথী ৫: ১-২)*। "আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, ওগো দূরে ঠেলে দিয়ো না আমায়, ক্রমে শক্তিহীন আমি আমায় একলা ছেড়ে যেও না" *(সামসঙ্গীত ৭১:৯)*। অনেক পরিবারে বৃদ্ধ পিতামাতার যত্ন নেওয়া হয় না। দশ আজ্ঞার চতুর্থ আজ্ঞা: তোমার পিতামাতাকে সম্মান করবে। কিন্তু বাস্তবে অনেক পিতামাতা তাদের সন্তানদের কাছে শ্রদ্ধা ও ভাল আচরণ পায় না।

খ্রিস্টীয় পরিবার ঈশ্বরের প্রতি ও ভাই মানুষের প্রতি 'সেবা' দানের জন্য আহূত। খ্রিস্টধর্মের উষালগ্নে যেমন আকুইলা ও প্রিসিলাকে প্রেরণ কার্যের নিমিত্তে সেবাকর্মী দম্পতিরূপে উপস্থাপিত করা হয়েছিল *(প্রেরিত ১৮:১-৩, রোমীয় ১৬:৩-৫)* তেমনি আজ বর্তমান জগতের প্রতিটি খ্রিস্টীয় দম্পতি ও পরিবারকে মঙ্গলবার্তা লালন ও প্রচারের কার্যে এবং ঐশজনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করা উচিত। পরিতাপের বিষয় অনেক পরিবার আগ্রহ প্রকাশ করে না।

দোহাই, শিশুদের গির্জায় ও ধর্মশিক্ষা ক্লাসে পাঠান

"ভক্তগণ পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে। পুণ্যতম যজ্ঞবলী উৎসর্গে অংশ নিবে, ভক্তিসহকারে ঘন ঘন এ সংস্কার গ্রহণ করবে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা সহকারে পূজা করবে। (Canon Law মণ্ডলীর আইনবিধি ৮৯৮ নং ধারা)"। সন্তানদের বিশ্বাস বৃদ্ধিতে পবিত্র উপাসনা ও সাক্রামেন্তসমূহের অবদান রয়েছে। সন্তানদের মাঝে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা পিতামাতার কর্তব্য। পিতামাতাগণ কি পরিবারের ভালো চাইবেন না! সন্তানদের নৈতিক সমস্যা নিয়ে পিতামাতাগণ কি সচেতন?

সন্তানদের ধর্মবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে সহায়তা করুন

সন্তানদের হৃদয়ে আধাত্মিক ও বিশ্বাসের বীজ বপনকারী হচ্ছে পিতামাতা। ধর্মবিশ্বাসে বেড়ে উঠতে পিতামাতাগণ সহায়তা ও যত্ন করবেন। "তোমার সেই আন্তরিক ধর্মবিশ্বাসের কথাও বার বার মনে পড়ে; এই একই ধর্মবিশ্বাস প্রথমে জেগে ছিল তোমার দিদিমা লোইস ও

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকার বনানীতে অবস্থিত "জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর" ৫০ বছরের পথচলা (২৩ আগস্ট ১৯৭৩- ২৩ আগস্ট ২০২৩)

ফাদার লুইস সুশীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

ব্রাদার, সিস্টার ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য ৩ মাস ব্যাপী ঐশতাত্ত্বিক কোর্স

জানা যায় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে বনানী সেমিনারীতে ফাদার ইন্নোসেন্ট, ওএফএম এর পরিকল্পনা ও পরিচালনায় প্রথমবারের মত ব্রাদার, সিস্টার ও ধর্মপ্রচারকদের জন্য ৩ মাস ব্যাপী ঐশতাত্ত্বিক কোর্স শুরু হয় ও তা শেষ হয় ২৩ মে। সেখানে ১৮ টি বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়েছিল আর উক্ত প্রশিক্ষণে মোট ৪১ জন অংশগ্রহণ করেন। পরের বছর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বারের মত ৩ মাস ব্যাপী একই কোর্স আরম্ভ হয় এবং ২৩ মে তা শেষ হয়। এতে ৩০/৩১ জন অংশ নেয়। একইভাবে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২২ ফেব্রুয়ারি তৃতীয় বারের মত উপরোক্ত শিক্ষা কার্যক্রম যাত্রা শুরু করে এবং তার সমাপ্তি হয় ২৮ মে। এতে ২০/২১ জন অংশ নেয়। সেমিনারীর শিক্ষক মণ্ডলী ও বাইরের কিছু অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাতে শিক্ষাদান করেন। ৩ মাস ব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ পবিত্র বাইবেল, উপাসনা, মণ্ডলীর ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছেন।

এ সেমিনারীর মৌলিক কিছু তথ্য/ পরিসংখ্যান (১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ.-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ)

সেমিনারী থেকে যাজক হয়ে মারা গেছেন ৩০ জন, যাজকত্ব পরিত্যাগ করেছেন ১৮ জন। এবং বর্তমান শিক্ষক/শিক্ষিকা ৪১ জন(সার্বক্ষণিক, সাময়িক, আবাসিক, অনাবাসিক)। পুরাতন শিক্ষক/শিক্ষিকা ৭১২ জন, এখানকার ছাত্র শিক্ষকতা করছেন বা করেছেন ৪৪ জন।

সেমিনারী স্থাপনের প্রস্তাব : ৭ অক্টোবর, ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ: আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার সিএসসি

বনানীর জমি ক্রয় : ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ: আর্চবিশপ লরেন্স এল গ্রেনার সিএসসি। জমির পরিমাণ ; ৪ একর কিছু শতাংশ বা প্রায় ১৪ বিঘা।

অনানুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু: ৯ আগস্ট ১৯৭৩: নটর ডেমের ম্যাথিস হাউজে ৫ জন ছাত্র ও ৫ জন শিক্ষক নিয়ে।

প্রথম পরিচালক: অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ফাদার পৌলিনুস কস্তা (পরে রাজশাহীর বিশপ ও ঢাকার আর্চবিশপ)।

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন: ২৩ আগস্ট ১৯৭৩: পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ এডওয়ার্ড ক্যাসিডি কর্তৃক রমনা কাথিড্রালে বনানী সেমিনারীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন: ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ ২১ নভেম্বর, ঢাকার আর্চবিশপ টিএ গাঙ্গুলী, সিএসসি কর্তৃক।

বনানীতে সেমিনারী স্থানান্তর: ১৯৭৬ এর ১৭ আগস্ট। এ বছরেই ৪টি দালান নির্মাণ শেষ হয়। পরিচালকের বাসগৃহ, রান্না-খাবার ঘর, শিক্ষকগণের দালান ও ঐশতত্ত্বের ছাত্রদের আবাস।

বনানীতে সেমিনারীর শুভ উদ্বোধন: ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ এপ্রিল: ঢাকার আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলী সিএসসি কর্তৃক।

বনানী সেমিনারীর প্রথম যাজক: হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পরেশ লের্ণাড রোজারিও, ১৯৭৭, ৮ অক্টোবর।

জাতীয় উচ্চ সেমিনারীর নূতন নামকরণ : ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী।

পবিত্র আত্মার গির্জা উদ্বোধন ও আশীর্বাদ: ২০০২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মে: আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও কর্তৃক। পরে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট নতুন পবিত্র আত্মা ভবন উদ্বোধন ও আশীর্বাদ করা হলে সেখানেও পবিত্র আত্মার ছোট ভজনালয় থাকে ঘরোয়াভাবে ব্যবহারের জন্য।

যিশু হৃদয়ের বড় মূর্তি স্থাপন: ২০০২ খ্রিস্টাব্দ: সেমিনারী চত্বরে বড় চ্যাপেলের সামনে।

লুর্দের রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির আশীর্বাদ: ১ মে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ: পুণ্যপিতার প্রতিনিধি আর্চবিশপ পল চাং ইং ন্যাম কর্তৃক ।

১৯৯২ পর্যন্ত ২৭১ জন ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করেছেন। ঐ বছর অধ্যয়নরত ছাত্রের সংখ্যা ৫৯ জন।

এ সেমিনারীতে এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছেন: ৯৬৩ জন ছাত্রছাত্রী।

১৯৯৩ পর্যন্ত এ সেমিনারী থেকে পুরোহিত হয়েছেন ১০৮ জন। পরে বর্তমান পর্যন্ত মোট ৪২০জন যাজকবরণ সংস্কার লাভ করেছেন। আরো বেশ কয়েকজন ডিকন আছে যারা ফাদার হয়েছে বা হবে। ৮১ জন ব্রাদার ও ১৫ জন সিস্টার এখানে লেখাপড়া করেছেন। অবশ্য লেখাপড়ায় কয়েকজন খ্রিস্টভক্তও ছিলেন।

বর্তমানে ১১৩ জন সেমিনারীয়ান এবং ৫ জন ব্রাদার পড়ালেখা করছেন।

প্রথম দেশীয় সিস্টার মারীয়া গরেট্টি, চ্যারিটি সমপ্রদায়, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারি সেমিনারীতে মনোবিজ্ঞানের শিক্ষকতা শুরু করেন।

প্রাক্তন অধ্যাপক/পরিচালকদের ৫ জন এখন বাংলাদেশের ৫টি ধর্মপ্রদেশের বিশপ। তারা হলে ঢাকার বিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই সিলেটের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও, দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু ও বরিশালের বিশপ ইম্মানুয়েল রোজারিও।

এ সেমিনারী থেকে ছাত্র বিশপ হয়েছেন ৯ জন ও বর্তমানে তাঁরা দেশের সকল ধর্মপ্রদেশে অর্থাৎ ৮টি ধর্মপ্রদেশেই কাজ করছেন। তাদের মধ্যে দিনাজপুর ও চট্রগ্রামে সেবাদান ক'রে বিশপ মসেস কস্তা সিএসসি স্বর্গবাসী হয়েছেন ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জুলাই। কর্মরত বিশপগণ হলেন ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় ডি' ক্রুজ ওএমআই, চট্রগ্রামের আর্চবিশপ সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, রাজশাহীর বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সিলেটের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, দিনাজপুরের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, ময়মনসিংহের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি, খুলনার বিশপ রমেন বৈরাগী ও বরিশালের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও।

ফাদার প্রশান্ত রিবেরু ১৯৮৮ তে বনানীতে যোগ দেন ও ১৯৮৯ এ মাণ্ডলিক আইন বিষয়ে ক্লাস শুরু করেন। ফাদার প্রশান্ত রিবেরু প্রথম দেশীয় শিক্ষক, ১৯৮৮তে বনানীতে যোগ দেন ও মাণ্ডলিক আইন শিক্ষা দেন ।

বর্তমানে সেমিনারীর ৭ বছরের পাঠ্যসূচীর মধ্যে বাইবেল, দর্শনশাস্ত্র, বিশ্বাসতত্ত্ব, উপাসনা, ঐশ্বতত্ত্ব, খ্রীষ্টিয় নীতিশাস্ত্র, মণ্ডলীর আইন, সমাজবিজ্ঞান, অন্যান্য ধর্ম, ভাষা শিক্ষা (ইরেজী, হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন) প্রভৃতি শাখায় মোট ৭২ টি বিষয় রয়েছে।

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীর স্মৃতিচারণায় ফাদার ফ্রান্সিস সীমা

ঐশতত্ত্ব পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য যে দালান করা হয় তার নির্মাণ কাজ দেখাশোনা ও পরিচালনা করতেন আগষ্টিন রিবেরু; বিশপের লেখাপড়ার সঙ্গী। অন্যদিকে পরিচালকের ঘর, খাবার ঘর সিস্টার ঘর নির্মাণ করেন লূক শিকদার। এ ঘরগুলি প্রথম হয় তারপর ঐশতত্ত্ব পড়ুয়া ছাত্রদের থাকার ঘর নির্মিত হয়। অল্প পরে, বেশি দেরী নয়, শিক্ষকদের বাসগৃহ তৈরী করা হয়। ১৯৮১ পাঠাগার ও পরে ৪ তলা দালান নির্মাণ করা হয়। ফাদার সীমা নিজেই জোর দিয়ে স্বীকার করেছেন; বিশপ পৌলিনুস একজন গুণী মানুষ ছিলেন এবং একজন ভাল প্রশাসক ছিলেন। **(চলবে)**

আমাদেরও একটা পরী ছিল

ফাদার ফিলিপ তুষার গমেজ

ছেলেটার নাম অগ্নি। ভাল নাম অনির্বাণ। বছর পনের হলো বিয়ে করেছে। পারিবারিক ভাবে সম্বন্ধ জুড়ে বিয়ে। বিয়ে করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর অগ্নির পরিবার তার জন্য বেশকিছু মেয়ে দেখেছে। কিন্তু তার কাউকেই তেমন পছন্দ হয়নি। অর্থাৎ মনে ধরেনি। শিখাকে যেদিন দেখতে যাওয়া হলো, প্রথম দেখাতেই সবার কেমন পছন্দ হয়ে গেল। তার যথেষ্ট কারণও আছে। মেয়েটির চেহারা ধারালো সুন্দরী। যেমন লম্বা তেমনি ঢেউ খেলানো চুল। টানাটানা চোখ। গায়ের রং শ্যামলা হলেও ভীষণ আকর্ষণীয়। দৃষ্টিতে জড়তা নেই। নামেরও কী সুন্দর মিল। অগ্নি+শিখা= অগ্নিশিখা। তাই তো সবাই একবাক্যে রাজি। সবাই বললো,

-আহ্ দারুণ! এবার দু'জনে মিলে প্রজ্বলিত করুক অনির্বাণ শিখার আলো।

জগতের আট-দশটা যৌথ পরিবার যেমন হয়, তাদের সংসারটাও তেমনই। কথাটা মনে হতেই শিখার মনটা কেমন করে উঠল। মনে পড়ল পরীর কথা। তাদের সংসারে চারজন সন্তান। বেশ বড় পরিবার বলা চলে। সংসার তো আসলে পরিবারের মানুষদের ঘিরেই। যেখানে থাকে একাধিক সদস্য, সম্পর্কের টানাপোড়ন, পাশাপাশি ভালোবাসা-সহভাগিতা। সবচেয়ে বড় হ'ল একজনের প্রয়োজনে অন্যজনকে পাশে পাওয়া; কাছে যাওয়া। যেখানে হইচই কর্মব্যস্ততা নেই; সেখানে জড়তা বাসা বাঁধে। বার্ধক্য চলে আসে। নদীর ক্ষেত্রে বলা হয়, নদীতে স্রোত না থাকলে নদী মরে যায়। আমরা জগৎ-সংসারে একাধিক সম্পর্কে মায়ায় জড়িয়ে থাকি। এই সম্পর্কগুলো জীবনের আভিজাত্য প্রকাশ করে। তাই তো সম্পর্কগুলো সাজানো থাকে রঙ বেরঙের অনুভূতিতে। কখনো সম্পর্ক মধুর, কখনো তিক্ত আবার কখনো টানাপোড়েন। এসবই জীবনের অংশ। তেমনই সংসারে স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়েদের কর্মতৎপরতা, ঝুটঝামেলা, ব্যস্ততা না থাকলে অন্য উট্‌কো নানান ঝামেলা পিছু ছাড়ে না।

সপ্তাহে ছুটির দিন অর্থাৎ শুক্রবার আর শনিবার বাদে অনির্বাণ সকাল সকাল অফিসে বেড়িয়ে পড়ে। তাই ভোরে উঠে শিখা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বেলা বাড়লে কাজের ব্যস্ততা অবশ্য কমে আসে। দুপুরে খাবার পর বেশ নিরিবিলি নিরালায় সময় কাটে। এ সময় শিখা আনমনে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে থাকে। তাদের বাড়ির পাশে বাজারের মোড়ে এক ভিক্ষুক ভিক্ষা করত। শিখা সেই রাস্তায় যাওয়া-আসার পথে তাকে কিছু না কিছু দান করতো। ভিক্ষুকও দেখা হলে প্রায়ই বলতো,

-তুই বড় হয়ে ভালো বর পাবি। আমি প্রার্থনা করি তুই সুখি হবি।

আসলে এই ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা কমবেশী সবার জীবনেই দু'একটা থাকে। আসলে সেটা বড় কথা নয়; বড় কথা হচ্ছে, অগ্নি আসলেই খুব ভালো মানুষ। বলা যায় সুপুরুষ। ও'র রাখঢাকহীন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে আকর্ষণীয় একটা ব্যক্তিত্ব আছে। এই যে এতগুলি বছর একসাথে আমাদের সংসার কোথাও কোন কমতি নেই; অভাব নেই। কথাটা মনে মনে বলেই শিখা একটু থামল।

আসলে ওইভাবে বাহ্যিক অভাব নেই কিন্তু আছে বৈকি। বিয়ের আগে থেকেই অর্থাৎ পারিবারিক সম্বন্ধ পাকা হওয়ার পর আর কী! দু'জন দু'জনকে চেনাজানার জন্য বেশ সময় ছিল। প্রায় প্রতিদিনই কথা হত। বিভিন্ন স্থানে ঘুরাফেরা, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আরও কত কী! দুই পরিবারেরও তৈরি হয়েছিল মধুর সম্পর্ক। আসলে বিয়ে নামে শুধু দু'জনের ব্যাপার তো শুধু নয়। বিয়ে মানে পরস্পরকে জানা। নিজেদের বন্ধুত্বকে আরও ঘনিষ্ঠ করা। বিয়ে তো পরিবার থেকে পরিবার গঠনের জন্য যাত্রা করা।

অগ্নির অনেক স্বপ্ন ছিল। বিশেষ করে সন্তানদের বিষয়ে। ও প্রায়ই বলতো দেখো,

-আমাদের অনেকগুলি ফুটফুটে সন্তান হবে। আমরা কোনদিন সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বার্থপর হবো না। এই জাতীয় কথা শুনে আমি অগ্নির দিকে তাঁকিয়ে থাকতাম। মানুষের মন কত উদার হলে এমন সুন্দর চিন্তা করতে পারে। অগ্নিকে নিয়ে গর্বে আমার বুক ভরে যায়। আমিই শুধু পারলাম না; হেরে গেলাম। অগ্নি তুমি আমায় ক্ষমা দিও। আমি কী করতে চেয়ে কী করে ফেললাম। আমি একজন খুনী। নিজেকে বিভিন্ন ভাবে শাস্তি দিতে চেয়েছি কিন্তু অগ্নির জন্য পারিনি। সে শুধু আমায় আগলে রেখেছে। আমার এই গ্লানি সেদিনই মুছবে যেদিন আমার প্রাপ্য শাস্তি হবে। অগ্নি তুমি আমায় শাস্তি দাও; আমি শান্তি পেতে চাই। আজ অনেকদিন পরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতার লাইন মনে পড়ল, একটা অগ্নি যা কিছুই পোড়ায় না; শুধু জ্বলে। একটা অন্যমনস্কতা যা কোথাও যায় না; মনের চারপাশেই ঘুর ঘুর করে।

পনের বছর আগে যেভাবে সংসার শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেভাবেই সংসার শুরু হয়েছিল। বাড়ি ভরা মানুষ। আমি নতুন বিয়ে হয়ে এই বাড়িতে এসেছি। শ্বশুর বাড়িতে প্রথম প্রথম সবারই কিছু না কিছু বেখাপ্পা মনে হয়। সেক্ষেত্রে আমার কখনও তেমনটা মনে হয়নি। কখনও একা একা লাগেনি বরং বাড়ির সবায় আমাকে নিয়ে কত চিন্তা। এই বুঝি আমার মন খারাপ হল; এই বুঝি আমি কষ্ট পেলাম। কত আদর আর সোহাগ ভরা সোনার সংসার। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম সোনার মধ্যেও খাদ থাকে। সেই খাদ যে আমার মধ্যেই ছিল, কে জানত! হায় ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দাও। পরী মা আমার। আমায় ক্ষমা কর; অন্তত পক্ষে তোর মা হিসাবে।

মনে পড়ে আজ থেকে চৌদ্দ বছর আগের কথা। তখন সবে মাত্র বিয়ের একবছর। হানিমুনের রেশ তখনো কাটেনি। এরমধ্যে আমি টের পেলাম...

সবই ঠিক ছিল কিন্তু আমার ভেতর কেমন একটা অস্থিরতা শুরু হলো। সবসময় অসহিষ্ণু ভাব। মনে হচ্ছিল হঠাৎ করে আমার সব শখ-আহ্লাদ নিভে গেছে। এতদিনের লেখাপড়া, আমার ক্যারিয়ার, কেমন করে কী করব! মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। তাই অগ্নিকে বললাম আমি এত তাড়াতাড়ি মা হতে চাই না। আমাকে আরও কিছুদিন সময় দাও। অগ্নি প্রথম দিকে কোনভাবেই মেনে নিতে চায়নি। আমি ওকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। তাই তো একদিন বাধ্য হয়েই সে আমার মতামত মেনে নেয়। অতপর...

শুধু কাহিনী আর বিস্মৃতি। এই ঘটনার ঠিক দুই বছর পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম সন্তান নেব। তারপর থেকে কতভাবে কত চেষ্টা করেছি। সবই বিফলে গেছে। কয়েকজনের পরামর্শে ইন্ডিয়া গিয়ে কয়েকবার ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কাজের কাজ ফলাফল শূন্য। একদিন ডাক্তার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানালেন,

-আমি আর কোন দিন সন্তান ধারণ করতে পারব না। এটা শোনার পরে একটা স্তব্ধতা আমাকে গ্রাস করল। মনের ভেরতটা একদম দুমড়েমুচড়ে গেল। সারাদিন আমি কেবল একলা তাকিয়ে থাকি নীরব দরজায়; আমার সমস্ত আয়োজনে, সকল সমর্পণে। কিছুই ভালো লাগে না। নিঃশব্দের হাকাকার আমার হৃদয় জুড়ে। অগ্নি একদিন বললো,

-এভাবে চলতে থাকলে তো তুমি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

-অগ্নি আমি তো শেষ হয়েই গেছি।

-শোন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা সন্তান দত্তক নেব। তুমি মনকে শক্ত কর। আমি সব ব্যবস্থা করছি।

সত্যিই এর কিছুদিন পরে আমরা একটা সন্তান দত্তক নিলাম। এভাবে চারজন সন্তানের মা হলাম আমি। তাদের হয়তো জন্ম দেইনি কিন্তু কোনভাবে মায়ের অভাব বুঝতে দেইনি। তাদের মানুষ করাই আমার প্রায়শ্চিত্ত করা উপায় ভেবেছি। মানুষ জীবনে চলতে চলতে ভুল করে। অন্যদের কাছে ভুল করলে একরকম আর নিজের কাছে নিজে ভুল করে ফেললে আরেকরকম। সেটার উর্ধ্বে সে যেতে পারে না। কেননা সামান্য ভুলে বদলে যেতে পারে জীবনের অবয়ব।

বিয়ের পরে অগ্নিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি তাকে যতটা অভিজ্ঞতা করেছি; আমার মনে হয়েছে ও'র মতো কারো সাথে জীবন সহভাগিতা করা সে তো পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। মানুষ ভালোর সান্নিধ্যে থাকলে ভালো হওয়ার বোধ জাগে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় অগ্নি বলেছিল,

-দেখো, একটা ভুল হয়ে গেছে। ভুলটা ফিরিয়ে আনা যাবে না। ভুল তো বারান্দায় তারে শুকাতে দেওয়া কাপড় না যে যখন ইচ্ছা ঘরে তুলে নেওয়া যাবে। ভুল ছুড়ে দেওয়া তীরের মতো, একবার ধনুকের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলে আর ফেরানো যায় না। তাই জীবন ধারনের মাঝে খামখেয়ালিপনা করতে নেই। আমাদের জীবন থেমে থাকবে না। আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। আমাদের যতটুকু দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতে হবে।

-মনে রেখো, সংসার হলো ধৈর্যের সেই পরীক্ষাগার যেখানে বেদনাগুলো বপন করা হয় পরবর্তী সময়ে সুখের কিছু ফল ভোগের আশায়।

-দেখো, মাঝে মাঝে তুমি যতই চিন্তা কারো না কেন ঘুরেফিরে একই ভাবনা কাজ করতে থাকবে। তাই এসো, আমরা আবার নতুন করে শুরু করি। যে সন্তান আমরা দত্তক নিয়েছি তাদের নিজের সন্তানের মতো মানুষ করি। তাদের মাঝে আমাদের পরী বেঁচে থাকবে। সেদিনই জানতে পেরেছি, যাকে পৃথিবীতে আনতে পারিনি। অগ্নি তার নাম রেখেছিল "পরী"।

পরী নাম শোনার পরে বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। মনে হচ্ছিল যেকোনো মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। জগতে এত অজানা রহস্য থাকে। যা এক জীবনে জানা যায় না। হায়রে... পরী, মা আমার।

বহু বছর ধরে জমে ওঠা ভাবনাগুলো দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর প্রবল শক্তিমান হয়ে ওঠে। শিখা কাজ শেষ করে টিভি দেখছে। অগ্নি এখনও অফিস থেকে বাড়ি ফেরেনি। ওর জন্যই অপেক্ষা। টিভিতে একের পর এক বিজ্ঞাপন হচ্ছে। হরলিক্স, নবরত্ন তেল, রাঁধুনী সরিষার তেল, গ্রামীণ ফোন, লাক্স সাবান, ফেয়ার অ্যান্ড লাভলি। সব তার চোখের সামনে দিয়ে চলতে থাকে। সে কিছুই দেখছে না; তার চোখ ঝাঁপসা। আজ পরীর চৌদ্দতম মৃত্যুবার্ষিকী। জীবনে কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যায়, যার কোন ব্যাখ্যা হয় না অথচ অনেকদিন পরেও তার রেশ থাকে যায়। কলিং বেলের শব্দে শিখার অন্যমনস্ক ভাব কাটে। সম্ভবত অনির্বাণ অফিস থেকে ফিরেছে। সে ধীর পায়ে দরজা খুলতে যায়। তার মনের মধ্যে টেলিভিশনে সদ্য দেখা একটা সাক্ষাৎকারের কিছু কথা মনের মাঝে ঘুরতে থাকে,

-জীবটা হচ্ছে অনেকটা প্রতিধ্বনির মতো। তুমি জীবনে যার সাথে যা করবে ঠিক সেই বিষয়টা তোমার কাছে ফিরে আসবে। তাই সময়কে সময় দিতে হয়। কেননা সময়েই তার উপযুক্ত জবাব মিলে॥

পরিবার সংকটের মুখেঃ বিদ্যমান অবস্থা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

তোমার মা ইউনিসের অন্তরে; আর এখন তা তোমার নিজের অন্তরেও যে রয়েছে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই"(২য় তিমথী ১:৫)। পিতামাতাগণ তাদের সন্তানদের আশা, ভক্তি, বিশ্বাস ও অনুতাপ নিবেদন প্রার্থনা মুখস্ত শিখাবেন। সাক্রামেন্ত ও প্রেরিতগণের শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনা ব্যাখা করে শিখাবেন। পোপ ফ্রান্সিস ঘোষণা করেছেন এই বছর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ হলো প্রার্থনার বছর। কারণ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ হবে জুবিলীর বছর। তাই প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলা জপমালা প্রার্থনা করবেন।

পরিবার থেকে উৎসর্গীকৃত জীবনাহবানের প্রেরণা

কোলকাতার বেলজিয়ার জেজুইট ফাদার দ্যতিয়েন তারঁ লিখিত বই " ডায়েরির ছেঁড়া পাতা " বইয়ে উল্লেখ করেছেন : "তাঁর চিকিৎসক পিতা তার পাঁচ ছেলেকে মাঝে মাঝে বলতেন : জান ছেলেরা, জগতে সবচেয়ে মহৎ পেশা হল চিকিৎসকের পেশা। কিন্তু এর চেয়েও মহৎ কিছু আছে। তবে তা পেশা নয়, তা হল আহবান, জীবনাহবান। তা হল পৌরহিত্য জীবন, যার মধ্য দিয়ে একজন যুবক ঈশ্বরের নামে তার নিজেকে সম্পূর্ণভাবে এবং সারা জীবনের জন্যে মানুষের সেবায় উৎসর্গ করেন।" বার বার তার পিতার এই উৎসাহপূর্ণ মহৎ কথা শুনে এবং ঈশ্বরের প্রসাদে, ফাদার দ্যতিয়েন, এস.জে. আজীবন মানুষের সেবার জন্য পৌরহিত্য জীবন গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যেক পিতামাতা সন্তানদের মিশনারী ব্রতধারী ব্রতধারিনী হওয়ার প্রেরণা দিবেন।

উপসংহার

"পরিবার, তুমি মঙ্গলবাণী ঘোষণা কর" : পরিবার, তুমি মঙ্গণবাণীর সাক্ষী হও" ! পরিবার তুমি খ্রিষ্টাদর্শ প্রচারক। মন্ডলী যেমন চায়, পরিবার তেমন হোক। সাধু পোপ ২য় জন পল " পারিবারিক মিলন বন্ধন -১৭" পালকীয় পত্রে যা বলেছেন তা প্রত্যেক পরিবারের পিতা মাতা সন্তানদের অন্তর স্পর্শ করুক : " হে পরিবার, তুমি যা, তাই হয়ে ওঠ"। " পরিবার তুমি কেমন আছো "। প্রতিটি খ্রিস্টিয় পরিবার যীশু-মারীয়া- যোসেফের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া উচিত। পরিবারে নীতি নৈতিকতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সন্তানদের নৈতিকবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। পরিবার ও ধর্মপল্লীর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হলো ধর্মশিক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ করা ও ধর্মশিক্ষা প্রদান করা॥

সাধ্বী যোসেফিনা বাখিতা

ফেব্রুয়ারী ৮

তাঁর নম্রতা, তাঁর সহজ সরল সাধারণ জীবন যাপন এবং সব সময় হাসি খুশি থাকার অভ্যাস সকলের হৃদয় জয় করেছে। সম্প্রদায়ের অন্যান্য ভগ্নীদের সাথে তাঁর ব্যবহার ছিল মিষ্ট। তাঁর চরিত্রে দেখা যায় ভাল চমৎকার গুণ এবং প্রভুকে জানা ও জানানোর জন্য তাঁর ছিল গভীর আকাঙ্ক্ষা। সবাই তাঁকে অনেক মূল্য দিতেন এবং তাঁর সম্পর্কে সবই তাদের জানা ছিল।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার সুদান দেশে যোসেফিনা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধনী উপজাতীয় নেতা। নয় বৎসর বয়সে আরবীয় বনিকগণ যোসেফিনাকে অপহরণ করেন। দাসী রূপে চার চারবার তাঁকে বিক্রি করা হয়। তাঁকে ক্রীতদাসী হিসাবে বন্দী করা হয়। যারা তাঁকে বন্দী করেন সেই দাস-ব্যবসায়ীরা তখন তাঁকে নাম দেন 'বাখিতা' যার অর্থ 'সৌভাগ্যবতী'। তাঁকে বার বার বিক্রি আবার পুন:বিক্রির ফলে ক্রীতদাসী হিসেবে শারীরিকভাবে ও নৈতিকভাবে অনেক নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে অনেক হেয় করা হয়েছে। অপহৃত হওয়ার আতঙ্কে তিনি আপন নাম ভুলে গেলেন। আরব মালিকদের হাতে তিনি বহুবার চাবুকের মার খেয়েছেন।

তাঁর শেষ মালিক ছিলেন একজন ইতালিয়ান রাজদূত। তিনি তাঁকে কিনে নেন। প্রথম দিন থেকে তিনি বিস্ময়ের সাথে দেখেন যে যখন কেউ তাঁকে কোন কাজ করার জন্য আদেশ দেন কেউই তাঁকে চাবুকের আঘাত করেন নি। বরং তাঁর সাথে সহৃদয় ও ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে রাজদূতকে ইতালি চলে যেতে বাধ্য করে। বাখিতাকে তাঁর সাথে যাবার জন্য বলা হয় এবং বাখিতা তাঁর সাথে যাবার অনুমতি পান। তাই সুদান ছেড়ে ইতালিতে যাবার সময় তিনি বাখিতাকে সঙ্গে নিয়ে যান।

বাখিতা যুবরাজের এক বন্ধুর পরিবারে একটি শিশুর দেখাশুনার কাজ পান। বন্ধুটির নাম আগষ্টো মিচিলি। ইতালির জেনোয়াতে একটি শিশু মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন। মিচিলির মেয়ের নাম মিম্মিনা। মিসেস মিচিলি যখন স্বামীর ব্যবসায়িক কাজে সাহায্য করার জন্য সোয়াকিনে চলে যেতেন, তখন মিম্মিনা ও

বাখিতাকে ভেনিসে কানোসিয়ান দয়াব্রতী সংঘের সিস্টারদের তত্ত্বাবধানে রেখে যেতেন। এখানে এসে বাখিতা প্রথমে ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে পারেন।

বাখিতা সেই খ্রিস্টান মালিকের বাড়ীতে দেখতে পান, একজন ক্রুশবিদ্ধ মানুষের ছবি। সেই মানুষ যেন তাঁর দিকে বেদনা-ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। বাখিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে, কেন তোমাকে ক্রুশে টাঙ্গানো হয়েছে? তুমি কি অন্যায় করেছ?" কানোসিয়ান দয়াব্রতী সংঘের সিস্টারদের বাড়ীতে দু'বছর পরে যখন যান, তখন যিশুর জীবনী পড়ে তিনি উত্তর পান এবং খুবই মর্মাহত হন। তিনি তো নিজেই নির্দোষ হয়েও রক্তঝরা পর্যন্ত চাবুকের আঘাত খেয়েছিলেন। তিনি তখন দীক্ষাপ্রার্থীর শিক্ষা শুরু করেন।

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ৯ জানুয়ারি একুশ বছর বয়সে বাখিতা দীক্ষাস্নান সংস্কার গ্রহণ করেন এবং তাঁকে নাম দেয়া হয় যোসেফিনা। তিনি একজন ধর্মব্রতীনি হওয়ার আহ্বান পান এবং প্রভুর চরণে নিজেকে সঁপে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে "কানোসিয়ান দয়াব্রতী-সংঘে" যোগদান করেন। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ ডিসেম্বর বাখিতা তাঁর ব্রতীয় জীবনের চিরব্রত গ্রহণ করেন। তারপর অত্যন্ত সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করতে থাকেন।

পঞ্চাশ বছর ধরে প্রেমের এই দয়াবতী বিনম্র কন্যা ঐশ প্রেমের সত্যিকার সাক্ষী হয়ে বাস করতে থাকেন এবং বিভিন্ন রকমের সেবাকাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। তিনি রান্নাঘর ও গির্জাঘরের দেখাশুনার কাজ করতেন, কনভেন্টে অতিথিদের সেবা করতেন। তিনি সেলাই করা, সূচিশিল্প এবং দ্বার রক্ষিকার কাজও করতেন। এইসব কাজ করতে এত নম্রতা, এত সরলতা, এত মমতা, এত সহিষ্ণুতা দেখাতেন যে, সব রকম লোক তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে, তাঁর পরামর্শ নিতে আসতেন। বাখিতা স্বেচ্ছায় সানন্দে সকলের দাসানুদাস হয়ে আপন জীবনে যিশুর অষ্টকল্যাণ বাণী মূর্ত করে তুলেছেন।

তাঁর নম্রতা, তাঁর সহজ সরল জীবন ও সব সময়ের জন্য হাসি-খুশি মুখ সকলের মন জয় করে নিত। সম্প্রদায়ে তাঁর ভগ্নীগণ তাঁর অপরিবর্তনীয় মিষ্ট ব্যবহার, ভাল আচরণ এবং প্রভুকে জানানোর তাঁর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

মাদার বাখিতা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারী কানোসিয়ান কনভেন্টে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর অন্তিমশয্যার চারপাশে তাঁর সিস্টারগণ একত্রিত হয়েছিলেন। মহাদেশের সর্বত্র তাঁর সিদ্ধ জীবনের কথা ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর কাছে অনুনয় প্রার্থনা করে অনেকে কৃপা লাভ করেন।

২০০২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১ তারিখে সাধু পিতরের মহামন্দিরে পোপ দ্বিতীয় জন পল কর্তৃক সাধ্বী শ্রেণীভুক্ত হন॥

পিতামাতার শিক্ষাই শিশুর ভবিষ্যতের বুনিয়াদ

ব্রাদার শিমিয়ন রংখেং সিএসসি

তিন ছেলেদের নিয়ে এক দম্পতির সংসার। এই দম্পতি তাদের তিন ছেলেদের নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। বড হয়ে তাদের ছেলেরা মানুষের মত মানুষ হবে; তাদের সেবা-যত্ন করবে আর ঠিক একই ভাবে সেই তিন ছেলেদেরও একই স্বপ্ন তারাও তাদের বাবা-মায়ের বৃদ্ধ বয়সে সেবা-যত্ন, দেখাশোনা করবে। একদিন সেই দম্পতি তাদের তিন ছেলেদের নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলো যে, তাদের তিন ছেলেদের মনমানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গি কেমন? তারা কি প্রকৃতপক্ষেই সঠিক মূল্যবোধে গড়ে উঠেছে অথবা বাবা-মা হিসেবেই বা তারা কতটুকু তাদের সন্তানদের আদর্শ শিখাতে পেরেছে? তাই তারা দুজনে তাদের তিন ছেলেকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো। তিন ছেলেই তখন বাইরে কাজের জন্য বের হয়েছে। এদিকে তারা দুজন বাড়ির ভিতরে। প্রায় বিকেল বেলা বড় ছেলেটি বাড়িতে প্রবেশ করলো এবং দেখলো যে; মায়ের সারা শরীরে কাদা, আর বেশ কয়েকটা আঘাতের ক্ষত চিহ্ন, ব্যথায় কান্না করছে। তা দেখে বড় ছেলেটি মাকে জিজ্ঞেস করলো "মা তোমার এই অবস্থা কে করলো? উত্তরে মা বললো "তোমার বাবা আমাকে অনেক মারধর করেছে।" ছেলেটি এ কথাটি শুনে রেগে গিয়ে বললো "বাবার এত্ত বড় সাহস! তোমাকে মেরেছে, আমি এর প্রতিশোধ নিবো।" এই বলে সে তার বাবাকে মারতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর মেঝো ছেলেটিও বাড়িতে প্রবেশ করলো এবং দেখলো যে, মায়ের সারা শরীরে কাদা, আর বেশ কয়েকটা আঘাতের ক্ষত চিহ্ন, ব্যথায় কান্না করছে। তা দেখে মেঝো ছেলেটিও মাকে জিজ্ঞেস করলো "মা তোমার এই অবস্থা কে করলো? উত্তরে মা বললো "তোমার বাবা আমাকে অনেক মারধর করেছে।" এই ছেলেটিও এ কথাটি শুনে রেগে গিয়ে বড় ছেলেটির মত একই সুরে বললো "বাবার এত্ত বড় সাহস! তোমাকে মেরেছে। আমি এর প্রতিশোধ নিবো।" এই বলে সেও তার বাবাকে মারতে চলে গেল। তারপর শেষে ছোট ছেলেটিও বাড়িতে প্রবেশ করে মাকে ওই একই অবস্থায় দেখতে পেলো। ছোট ছেলেটিও মাকে জিজ্ঞেস করলো "মা তোমার এই অবস্থা কে করলো? আর মাও সেই একই উত্তর দিলো "তোমার বাবা আমাকে অনেক মারধর করেছে।" তখন ছোট ছেলেটি এ কথা শুনে বললো "বাবা কেন শুধু শুধু তোমকে মারতে যাবে? কোনো কারণ ছাড়াতো তোমাকে মারতে যাবে না। নিশ্চয়ই তোমারও এখানে দোষ আছে, এইজন্যই বাবা তোমাকে মেরেছে" এই বলে ছোট ছেলেটি বাবাকে ডাকতে গেল। তারপর সেই দম্পতি তাদের তিন ছেলেদের নিয়ে বসলো। পরে তাদের মা বললো "আমাকে তোমার বাবা মারেনি বরং আমরা এই অভিনয় করে দেখতে চেয়েছিলাম যে, তোমরা কে কতটুকু মানুষের পারস্পারিক সৌহার্দ্য, সহানুভূতি, সত্য ও ন্যায়সঙ্গতা জাগ্রত করতে পেরেছ; যা মানুষের মুল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধের উন্নয়ন ঘটায়। আমাদের পরিবার হলো অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান আর এখানকার শিক্ষক হচ্ছেন পিতা-মাতা। প্রত্যেক সন্তান বা শিশুদের জন্য পারিবারিক শিক্ষাটি খুব বেশি জরুরি এবং সেটা অবশ্যই আদর্শ শিক্ষা॥

সাধু আন্তনী

শ্রাবন নিকোলাস কস্তা

হে মহান সাধু আন্তনী
জন্মেছিলে ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে
ঈশ্বরের কৃপা যেন মা তেরেজার দ্য
তাভেরার উপর ঢালে।
তুমি ছিলে পরিবারের সবচেয়ে বড় ছেলে
কে জানতো আন্তনী হবে মানুষ ধরার জেলে।
জন্মের আট দিন পরে পেয়েছিলে পর্তুগালের
ক্যাথেড্রাল থেকে দীক্ষা,
ছোটবেলা থেকেই পেয়েছিলে সুন্দর শিক্ষা।
মা তেরেজা শিশুকেই মানতেন তাঁর গুরু
মায়ের কাছ থেকেই সকল কাজ কর্ম করেছো শুরু।
মা-মারীয়ার প্রতি ছিল তোমার ভক্তি
প্রার্থনার মাধ্যমে পেতে তুমি শক্তি।
তোমার আশেপাশে ছিল অনেক গরিব-দুঃখী,
তাদের জন্য কাজ করেই হয়েছিলে সুখী।
প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রসাদরূপী যিশুর কাছে
জানুপাত করতে
বেদি সেবকের কাজ করে আনন্দে মন ভরতে।
পরিবারে তুমি ছিলে আশার আলো
মায়ের সঙ্গে থাকতে তোমার লাগতো ভালো।
পনেরো বছর বয়সে যাজক হবার জন্য
ছেড়েছিলে ঘর
ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছিলে বর।
নির্জনতায় করতে তুমি ধ্যান
যিশুর সম্বন্ধে বৃদ্ধি পেতে থাকে তোমার জ্ঞান।
পঁচিশ বছর বয়সে হয়েছিলে নম্র এক যাজক
এতেই হলে সকলের প্রীতিভাজন।
মরক্কোয় গিয়েই প্রচার করেছিলে যিশুর বাণী
এতেই যেন মুছে যায় তোমার জীবনের গ্লানি।
যিশুর কথা প্রচার করতে গিয়ে হয়েছিলে বন্দী
প্রহরীরা তোমায় প্রহারের জন্য এঁকেছিল
মনে নানা ধরনের ফন্দি।
মার্সিয়া নদীর মাছদের কাছে শুনিয়েছিলে
ঈশ্বরের বাণী
রিমিনি শহরের লোকেরা বলে এভাবেই
আমরা আন্তনীকে জানি।
শিশু যিশুর পেতে তুমি দেখা,
তোমার জীবন থেকে যায় অনেক কিছু শেখা।
বন্ধু তিশো দরজার এক ফাঁকা দিয়ে দেখে
ছোট যিশু রয়েছে তোমায় জড়িয়ে
স্বর্গীয় আলো যেন গিয়েছিল ঘরটিকে ছাড়িয়ে
তিশো তোমার অসুস্থতায় তোমাকে নিয়ে
হয়েছিল অনেক ব্যস্ত
ছত্রিশ বছর বয়সে তোমার জীবন হয়
ঈশ্বরের কাছে ন্যস্ত।
পাদুয়াতে তোমার লাগতো অনেক ভালো
হে আন্তনী তুমিই আমাদের মনে আশার আলো।
মিনতি করি রও সর্বদা মোদের পাশে,
তোমাকে পেয়েই যেন হৃদয় মন আনন্দে নাচে।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

পুণ্যভূমিতে যুদ্ধ প্রসঙ্গেঃ দু'টি আলাদা রাষ্ট্র ব্যতীত সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা দূরের কথা

গত ৩০ জানুয়ারি ইতালিয়ান সংবাদপত্র লা স্টাম্পাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পোপ ফ্রান্সিস পুনরায় বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে বিশ্ব যে অতল গহ্বরের দ্বারপ্রান্তে সে সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন এবং সম্প্রতি ঘোষিত 'ফিদুচা সুপ্পলিকানস' এর মূল বিষয় বিভক্তি নয় অন্তর্ভূক্তি তা তুলে ধরেন।

'অসলো চুক্তিতে পরিষ্কারভাবে দু'টি রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করে এর সমাধানের কথা বলা হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চুক্তি কার্যকরী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকার শান্তি সুদূর পরাভূত। হামাস কর্তৃক আক্রমণের শিকার হয়ে ইসরাইল যখন গাজা উপত্যকাকে ধ্বংস্তুপে পরিণত করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে তা দেখে পোপ মহোদয় উপরোক্ত মন্তব্য করেন। চলমান অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা উল্লেখ করে পুণ্যপিতা সকলকে শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান করেন। তিনি বিশ্বাস করেন শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের একমাত্র পথ হলো সংলাপ। সব পক্ষকে সর্বত্র অবিলম্বে বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ করতে এবং শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব ত্যাগ করতে আহ্বান করেন। আমরা অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি বলে পোপ মহোদয় বৈশ্বিক যুদ্ধ বিরতির আহ্বান রাখেন।

পুণ্যভূমি ও ইউক্রেনের জন্য আশা: যুদ্ধ কখনো ন্যায্য হতে পারে না - এ ব্যাপারে পোপ মহোদয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখা করে বলেন, নিজেকে রক্ষা করাটা বৈধ হলেও ন্যায় যুদ্ধ ধারণাটা বাদ দিতে হবে। কেননা যুদ্ধ সবসময়ই একটি ভুল। মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সামরিক শক্তির উত্থানে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করলেও আশান্বিত হয়েছেন এ ভেবে যে, সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য অত্যন্ত গোপনে একটি সভা হয়েছে। যুদ্ধবিরতি ইতোমধ্যেই ভাল ফল আনছে। পোপ মহোদয় জেরুশালেমের লাতিন প্যাট্রিয়ার্ক কার্ডিনাল পিয়েরবাতিস্তা পিজাবাল্লাকে 'গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব' বলে আখ্যায়িত করেন যিনি সকলের সাথেই যোগাযোগ রাখেন ও মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেন। তিনি জানান যে, প্রায় প্রতিদিনই তিনি গাজার পবিত্র পরিবারের কাথলিক ধর্মপল্লীর সাথে ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলেন। তবে 'ইসরাইলী জিম্মিদের মুক্তি' একটি অগ্রাধিকার মনে হচ্ছে। ইউক্রেন বিষয়ে মধ্যস্থতা করার জন্য ইতালিয়ান বিশপ সম্মিলনীর প্রেসিডেন্ট কার্ডিনাল মাত্তেয় জুপ্পির দায়িত্বের কথা জানান পোপ মহোদয়। একইসাথে বন্দী বিনিময় ও ইউক্রেনের বেসামরিক নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনে ভাটিকানসিটির মধ্যস্থতা করার চেষ্টার কথাও বলেন। বিশেষ করে, শিশুদের অধিকারের জন্য রাশিয়ান কমিশনার মিসেস মারীয়া লভোভা-বেলোভোর সাথে কাজ চলছে জোরপূর্বক বাস্তচ্যুত ইউক্রেনীয় শিশু যারা রাশিয়াতে অবস্থানরত তারা যেন প্রত্যাবাসিত হতে পারে। ইতোমধ্যে কেউ কেউ তাদের পরিবারের কাছে ফিরে গেছে।

'ফিদুচা সুপ্পলিকানস' সকলকে অন্তর্ভূক্ত করার অন্বেষা: নিয়ম বর্হিভূত বা সমলিঙ্গের দম্পতিদের আশীর্বাদ দান প্রসঙ্গে পোপ মহোদয় এক সাক্ষাৎকারে বলেন , খ্রিস্ট প্রত্যেকের হৃদয় গভীরে আহ্বান করেন। মঙ্গলসমাচার সকলকে পবিত্র করার জন্যই। তবে প্রত্যেকের অবশ্যই শুভ ইচ্ছা থাকতে হবে। এবং খ্রিস্টীয় জীবন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা দান করা দরকার। তিনি জোর দেন যে, আশীর্বাদ মিলনকে নয় ব্যক্তিকে করা হয়। কিন্তু আমরা সকলেই পাপী; তাই কেন আমরা পাপীদের তালিকা করি যারা গির্জায় প্রবেশ করতে পারবে না। এটি নিশ্চয় মঙ্গলবার্তা নয়! 'ফিদুচা সুপ্পলিকানস' দলিলটির যারা সমালোচনা ও তীব্র প্রতিবাদ করছে তারা ছোট একটি মতাদর্শিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। পোপ মহোদয় আফ্রিকার মণ্ডলীকে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সংস্কৃতিগতভাবে আফ্রিকানরা সমকামিতাকে ভয়ানক মন্দ বলে চিহ্নিত করে এবং তা সহ্য করতে পরেন না। তবে যাই হোক, আমি বিশ্বাস করি ধীরে ধীরে সকলেই 'ফিদুচা সুপ্পলিকানস' ঘোষণার চেতনা সম্পর্কে আশ্বস্ত হবেন। কেননা, এটির লক্ষ্য বিভক্তি নয়, কিন্তু অন্তর্ভুক্তি। তাই এই দলিল মানুষকে স্বাগত জানাতে, বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। পুণ্যপিতা জানান, তিনি মাঝে মাঝে একাকীবোধ করলেও বিভেদের ভয় পান না। তাইতো দিনের পর দিন এগিয়ে যাচ্ছেন। মণ্ডলীতে সর্বদাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের উপস্থিতি রয়েছে যারা বিচ্ছিন্নবাদী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। তবে একজনকে অবশ্যই তা চালিয়ে নিতে ও চলে যেতে দিতে হবে এবং তারপরে সামনের দিকে চলতে হবে।

অসুস্থ ও আঘাতপ্রাপ্ত শিশুদেরকে যত্নের জন্য গাজা থেকে ইতালিতে আনয়ন

হামাস-ইসরাইলের যুদ্ধের কারণে আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও অসুস্থ কিছু শিশু গাজা থেকে ইতালিতে এসে পৌঁছেচে গত সোমবারে যাতে তারা ইতালির বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পেতে পারে। বোমাবর্ষণ ও যুদ্ধের কারণে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ১১জন শিশু রোমের চামপিনো মিলিটারী হাসপাতালে সেবা পাচ্ছে। তারা গাজায় থাকলে চিকিৎসা সেবা পাওয়া খুব কষ্টসাধ্য ছিল। তারা গাজা থেকে মিশর হয়ে ইতালিতে প্রবেশ করেছে। এই শিশুদের মধ্যে একজন ১৪ বছরের কিশোরও রয়েছে। বাম্বিনো যেজুসহ ইতালির কয়েকটি বিখ্যাত শিশু হাসপাতালে তারা সেবাযত্ন পাবে।

ফেব্রুয়ারি মাসে পুণ্যপিতার প্রার্থনার উদ্দেশ্য

এক ভিডিও বার্তার মধ্যদিয়ে পোপ মহোদয় দুরারোগ্য ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য প্রার্থনা করার আহ্বান রাখেন। যাতে করে ব্যধিগ্রস্থ ভাই-বোনেরা যারা জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়েছেন তারা ও তাদের পরিবারগুলো প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও মানবিক যত্ন এবং সঙ্গ-সাহচর্য লাভ করতে পারেন। এ মাসের ১১ তারিখে বিশ্ব রোগি দিবস পালিত হবে। তাই সুস্থ হবার সম্ভাবনা কম জেনেও যেন আমরা একজন রোগির যত্ন নিই এবং তাদের কাছাকাছি থেকে সহায়তা দান করি।

দেশের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিয়ানমারের চিন রাজ্যের খ্রিস্টানদের দারুণভাবে প্রভাবিত করছে

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও বিদ্রোহী দলের মধ্যকার চলমান সংঘাত-সংঘর্ষ দারুণভাবে খ্রিস্টানদেরকে এবং খ্রিস্টান অধ্যুষিত রাজ্যগুলোর ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর উপর প্রভাব ফেলছে। ইউকে ভিত্তিক প্রজেক্ট সিআইআর জান্তার বিমানবাহিনীর ১০টি বিমান হামলা চিহ্নিত করে যা মার্চ -আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় এবং গির্জাগুলোকে ধ্বংস করে। চিনরাজ্যের শতকরা ৮৫ভাগ খ্রিস্টান আর এখানেই বেশি বিমান হামলা হয়। উকান নিউজ এজেন্সী মিয়ানমারের হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের উদ্বৃতি উল্লেখ করে জানায়, ২০২১ খ্রিস্টাব্দের সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে ৫৫টি খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠানসহ ১০০টি ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করা হয়েছে। এমনিভাবে খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হওয়া দেখে নির্দিষ্ট ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত জনগণ ট্রমাতে ভুগছে। হেগ কনভেশনের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিস্টান নেতারা উপাসনালয়গুলি সুরক্ষার আহ্বান জানাচ্ছেন বার বার। উল্লেখ্য, মিয়ানমারের ৫৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার ৬% হলো খ্রিস্টান আর ৮৯% হলো বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী॥

বর্ণিল আয়োজনে নটরডেম কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন

সজল বালা □ "প্রদীপ্ত প্রত্যয়ে প্রজ্বলিত ৭৫" শিরোনামে ২৫-২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিনের বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঢাকা নটরডেম কলেজ ক্যাম্পাসে উদ্‌যাপিত হয়েছে উক্ত কলেজের ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী।

জুবিলীর প্রথম দিন

প্রথম দিনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাপস্টলিক নুনসিও (বাংলাদেশে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি) আর্চবিশপ কেভিন রানডাল। বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন'ডি ক্রুজ ওএমআই, হলিক্রস সম্প্রদায়ের সুপিরিয়র জেনারেল ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি, ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি, অধ্যক্ষ নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

বিকাল তিনটায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই ছিল জাতীয় সঙ্গীত এবং জাতীয় পতাকা ও কলেজ পতাকা উত্তোলন এবং উদ্বোধনী নৃত্য। এরপর স্বাগত-বক্তব্য প্রদান করেন নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি। তিনি উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং একই সঙ্গে নটরডেম কলেজের বিভিন্ন কার্যক্রম ও তার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন।

হলিক্রস সুপিরিয়র জেনারেল ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি তার বক্তব্যে নটর ডেম কলেজের ৭৫ বছরের ইতিহাসকে মূল্যায়ন করেন। ড. আতিউর রহমান তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশে শিক্ষাকার্যক্রমে নটর ডেম কলেজের অবদানকে ব্যাখা করেন।

বক্তৃতা-পর্বের পরে স্মারক সম্মাননা তুলে দেওয়া হয় বিশিষ্ট অ্যালামনাইদের হাতে যারা বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। উৎসব স্মারক প্রদান এবং উত্তরীয় পরিয়ে দেওয়া হয় রাজধানীর বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষদের এবং 'শিক্ষার মানোন্নয়নে সম্মিলিত প্রচেষ্টা'র অন্তর্ভুক্ত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের যারা নানাভাবে নটর ডেম কলেজের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন।

৭৫ বর্ষ পূর্তির বিশেষ স্মরণিকা 'সোনারতরী'র মোড়ক উন্মোচন হয় সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পূর্বে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের কাথলিক চার্চ পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরা। কৃতী নটরডেমিয়ান জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী তাহসানের পরিবেশনার মধ্যদিয়ে প্রথমদিন শেষ হয়। প্রথম দিনের আয়োজনটি ছিল মূলত নটর ডেম কলেজের ২৩-২৫ ব্যাচের ছাত্রদের জন্য।

জুবিলীর দ্বিতীয় দিন

২৬ জানুয়ারি, দ্বিতীয় দিনটি ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দের জন্য। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য ড. মাকসুদ কামাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং নটরডেম কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক আনিস আহমেদ, মাননীয় সংসদ সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী, উৎসব-বক্তা হিসেবে ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী, স্বাধীনতা পুরস্কারপ্রাপ্ত শব্দ-সৈনিক আশরাফুল আলম এবং দ্বিতীয় দিনের আয়োজনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি।

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন ও উদ্বোধনী নৃত্যের পর অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি তার স্বাগত-বক্তৃতায় কলেজের অ্যালামনাইদের কলেজে ও বিশ্বব্যাপী নানা অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানান। আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ নটর ডেম কলেজের ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ভাবনার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরেন। নটরডেম কলেজের ছাত্র-শিক্ষক আনিস আহমেদ তার ছাত্রজীবন ও শিক্ষক-জীবন নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম দস্তগীর গাজী ছিলেন কলেজ-জীবনের স্মৃতি মূর্ত করে মহান মুক্তিযুদ্ধে তার যুদ্ধকালীন স্মৃতির কথাও বিনিময় করলেন উপস্থিত অ্যালামনাইদের সঙ্গে। দ্বিতীয় দিনের উৎসব-বক্তা আশরাফুল আলম তুলে ধরেন জাতিগঠনে, সমাজ গঠনে নটর ডেম কলেজের নিজস্ব শিক্ষাপদ্ধতির কার্যকারিতার কথা। প্রধান অতিথি ড. মাকসুদ কামাল রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে নটর ডেম কলেজের শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে মূল্যায়ন করেন। তিনি তার বক্তৃতাতে তুলে ধরেন বাংলাদেশের সার্বিক শিক্ষা-ব্যবস্থাতে নটর ডেম কলেজের অবদানের কথা।

বক্তৃতা-পর্বের পরে প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষকবৃন্দ এবং অ্যালামনাইগণের মধ্যে সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রাখা ব্যক্তিদের উৎসব স্মারক দেওয়া হয় এবং ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের বিশেষ স্মরণিকা 'সোনার তরী'-র মোড়ক উন্মোচন করেন সম্মানিত অতিথিবৃন্দ।

দ্বিতীয় পর্বে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এমপি। তিনি তার বক্তৃতায় নটর ডেম কলেজের অধ্যক্ষ-সহ সকল শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানান। র‍্যাফেল ড্রয়ের পরে মঞ্চে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেন নটর ডেম কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী হিরু। সবশেষে মঞ্চে আসে জনপ্রিয় ব্যান্ড 'মাইলস'।

উৎসবের ৩য় দিন

২৭ জানুয়ারি সকালের অধিবেশনটি শুরু হয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজের পৌরহিত্যে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মধ্যদিয়ে। সহার্পিত খ্রিস্টযাগে তাকে সহায়তা করেন কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ সিএসসি, ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি, ফাদার হেমন্ত পিউস

রোজারিও সিএসসিসহ অন্যান্য ফাদারগণ। খ্রিস্টযাগের সহভাগিতায় আর্চবিশপ বিজয় উল্লেখ করেন নটরডেম কলেজে সেবাদানকারী সকল অধ্যক্ষদের, যারা তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং দূরদর্শী চিন্তাভাবনার দ্বারা কলেজ পরিচালনা করেছেন। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাদার-সিস্টার এবং খ্রিস্টভক্তগণ।

খ্রিস্টযাগের পরবর্তী অনুষ্ঠান শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত ও উদ্বোধনী নৃত্যের মধ্যদিয়ে। এই পর্বে প্রধান অতিথি মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র সাথে উৎসব-বক্তা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা, মানবাধিকারকর্মী ও সাবেক সংসদ সদস্য আরমা দত্তসহ অন্যান্য অতিথিগণ আসন গ্রহণ করেন।

স্বাগত-বক্তৃতায় কলেজের অধ্যক্ষ বলেন, নটর ডেম কলেজের লক্ষ্য শুধু পাঠ্যবই অন্তর্ভুক্ত পাঠদানই নয়, একইসঙ্গে নৈতিক শিক্ষা দান। প্রধান অতিথি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি 'স্থানীয় মণ্ডলীর উন্নয়নে নটরডেম কলেজের অবদান' বিষয়ে কথা বলেন। তৃতীয় দিনের উৎসব-বক্তা আরমা দত্ত বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে নটর ডেম কলেজের অবদানের কথা উল্লেখ করে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানান। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দের হাতে স্মারক-সম্মাননা তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও সিএসসি।

মধ্যাহ্নভোজের পরে বিকালের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি'র সাথে, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ও এভারেস্টজয়ী এম এ মুহিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উৎসব-বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. মো. মশিউর রহমান। তিনি বলেন, তার জীবনে নটর ডেম কলেজের শিক্ষকদের অবদানের কথা। পর্বতারোহী এম এ মুহিত তার বক্তৃতায় নটর ডেম কলেজে তার ছাত্রজীবনের উজ্জ্বল স্মৃতিখণ্ড ও পর্বতারোহরণের দুঃসাহসিক গল্প শোনান। এরপর নটর ডেম কলেজের যে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের হাতে উৎসব-স্মারক তুলে দেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ড. ফাদার হেমন্ত পিউস রোজারিও, সিএসসি।

তিন দিনব্যাপী উৎসবের আয়োজন শেষ পর্যায়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্রি. জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) মো. রেফায়েত উল্লাহ। বিকেলের সাংস্কৃতিক পর্বে ছিল নটর ডেম কলেজের বিভিন্ন ক্লাবের ও জনপ্রিয় ব্যান্ড 'শিরোনামহীন' এর মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা॥

খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য ঢাকা শহর অঞ্চলে সম্মিলিত প্রার্থনা

ফাদার লুক কাকন ২৩ জানুয়ারি (মঙ্গলবার), ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ ঐক্য অষ্টাহের ৬ষ্ঠ দিনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সংলাপ কমিশনের আয়োজনে ঢাকা শহরে (লক্ষীবাজার, মগবাজার, গ্রীণরোড, বাড্ডা, মুগ্দা, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কল্যাণপুর) অবস্থানরত বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে ২১টি মণ্ডলী এবং কাথলিক মণ্ডলীর বিভিন্ন ধর্মপল্লী (তেজগাঁও, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ভাটারা, লক্ষীবাজার), গঠনগৃহ ও হোষ্টেল থেকে যুবক-যুবতী, সেমিনারীয়ান, খ্রিস্টভক্ত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, পালক, পুরোহিত, বিশপ, আর্চবিশপ এবং বাংলাদেশে নবাগত পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রানডাল-এর অংশগ্রহণে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য দেড় ঘন্টাব্যাপী সম্মিলিত প্রার্থনা করা হয়। ঐক্য অষ্টাহের আরম্ভ থেকে (১৮ জানুয়ারি) ঐতিহ্যগত ভাবে ঢাকার মিরপুরস্থ বিভিন্ন মণ্ডলীতে নিয়মিতভাবে খ্রিস্টীয় ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করা হয়।

সম্মিলিত প্রার্থনার ৬ষ্ঠ দিনে তেজগাঁও জপমালা রাণী গির্জায় বড়বাগ সেন্ট এন্ড্রু'স চার্চ, চার্চ অব বাংলাদেশ; মিরপুর ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ; মিরপুর এজি চার্চ; মিরপুর গেৎসেমানী ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ; মিরপুর মেথডিষ্ট চার্চ; মগবাজার চার্চ অব বাংলাদেশ; মহাখালি ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ; মগবাজার এজি চার্চ; ঢাকা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ; ইম্মানুয়েল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ; কার্মেল ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, মোহাম্মদপুর; গলগাথা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, গোলাপবাগ; জর্ডান ক্রাইষ্ট চার্চ; সাহারা ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ, নন্দা; এসেম্ভলী অব গড, সারোদাগঞ্জ; আরও কয়েকটি মণ্ডলীসহ কাথলিক মণ্ডলী থেকে প্রায় ৫৫০ জন খ্রিস্টভক্ত প্রার্থনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রার্থনা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগতিক ধর্মপল্লী তেজগাঁও পবিত্র জপমালা রাণী গির্জা'র পাল-পুরোহিত ফাদার সুব্রত বনিফাস গমেজ স্বাগত বাণীতে ধর্মপল্লীতে নবাগত পুণ্যপিতা পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ কেভিন রানডাল-কে এবং বিভিন্ন মণ্ডলীর সকল পালকদের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ফুল দিয়ে বরণ করে নেয়া হয়। অত:পর প্রতিটি চার্চের পালক ও খ্রিস্টভক্তদের চার্চ ভিত্তিক পরিচয় প্রদান করা হয়।

এ বছরের ঐক্য অষ্টাহের প্রার্থনার মূলসুর:"তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে ভালবাসবে তোমার সমস্ত অন্তর দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আর সমস্ত মন দিয়ে এবং তোমার প্রতিবেশিকেও নিজের মতোই ভালবাসবে" *(লুক ১০:২৭)*। ভালবাসার বিষয়কে স্মরণ ক'রে প্রেমের দীপশিখা জ্বেলে দেয়া হয় সম্মিলিতগানে। পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি, আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ সাইমন বিশ্বাস, মেথডিষ্ট চার্চ মিরপুর; অবসরপ্রাপ্ত বিশপ পল শিশির সরকার, চার্চ অব বাংলাদেশ; রেভা: আলভিন প্রসাদ ভক্ত, ঢাকা পাষ্টর'স ফেলোশিপের সভাপতি; প্রতিটি চার্চেরপ্রতিনিধি হিসেবে পালকগণ বেদীতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন।

প্রারম্ভিক প্রার্থনা পরিচালনা করেন মিরপুর মেথডিষ্ট চার্চের বিশপ সাইমন বিশ্বাস। এজি চার্চের পরিচালনায় ঈশ্বরের প্রশংসা গান করা হয়। লুক রচিত মঙ্গলসমাচারের ১০:২৫-৩৭ পদ পাঠ করেন মিরপুর গেৎসেমানী চার্চের পালক রেভারেণ্ড মাইকেল রুথ। ভাটিকানের রাষ্ট্রদূত আর্চবিশপ কেভিন রানডাল ঐক্য প্রার্থনা সভার মূলভাবের উপর তার মূল্যবান সহভাগিতা রাখেন। তিনি ভালবাসার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। তিনি বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র কিন্তু অনেক জীবন্ত মণ্ডলী হিসেবে অভিহিত করে এই প্রার্থনা সভায় বিভিন্ন মণ্ডলীর সমাবেশকে একটি আনন্দ ও মিলনমেলা মনে করেন।

ঢাকার আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই তার বক্তব্যে প্রতিবেশির উপর বিশেষভাবে জোর দেন। আমার প্রতিবেশি কে সেটা বড় নয়, বরং আমি কিভাবে অন্যের প্রতিবেশি হয়ে ওঠি সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। অর্থাৎ অন্যের দুঃখ কষ্ট নিজের করে উপলব্ধি করা ও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে সেবা দেওয়াই সত্যিকারের প্রতিবেশি হয়ে উঠার পরিচয়। যিশুর আদর্শ অনুসরণ করে আমাদেরকে নিয়মের উর্ধ্বে যেতে হবে, গণ্ডীর বাইরে গিয়েও দয়া ও সেবার কাজ করতে হবে।

এরপর মিরপুর চার্চের পালক রেভা: মার্টিন অধিকারী প্রার্থনা নিবেদন করেন যেন আমাদের জীবন, পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী, দেশ এবং বিশ্বের মধ্যে বিভক্তি, রেষারেষি, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে ঐক্য ও শান্তি ফিরে আসে। সহভাগিতায় ঢাকা পাষ্টর ফেলোশিপের সভাপতি রেভা: আলভিন প্রসাদ ভক্ত বলেন, বিভিন্নভাবে আমরা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে আছি, এমনকি ব্যক্তি নিজের মধ্যেই যেন অনৈক্য অনুভব করেন। তাই অনৈক্য দূরীকরণে আমরা যেন দৃঢ়ভাবে আমাদের সংগ্রাম ক'রে যেতে পারি। এরপর চার্চ অব বাংলাদেশ-এর অবসরপ্রাপ্ত বিশপ পল শিশির সরকার বিশপ হিসেবে মণ্ডলীতে খ্রিস্টের সাক্ষ্যদানের বিষয়ে নিজের পালকীয় অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জগুলো সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টমণ্ডলী যেন জগতের মধ্যে মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে পারে এবং সুনির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপনের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। এরপর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সংলাপ কমিশনের পক্ষে ফাদার লুক কাকন সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পালক ও পুরোহিতবর্গের "আমার ক্ষত সকল নিরাময় কর" সম্মিলিত গানের মাধ্যমে সম্মিলিত ঐক্য প্রার্থনা সভার সমাপ্তি হয়॥

কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কর্মীদের পরিবার দিবস পালন

কারিতাস ইনফরমেশন ডেস্ক ▯ "পরিবার: এক সাথে পথ চলার আনন্দ"- এই মূলসুর নিয়ে কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিডিআই ও সিএইচ-এনএফপি-এর কর্মীবৃন্দ ১৯ জানুয়ারি রূপগঞ্জের গোতিয়াবোর সী শেল পার্ক এন্ড রিসোর্টে পরিবার দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করেন। কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও, পরিচালক-অর্থ ও প্রশাসন রিমি সুবাশ দাস, কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পরিচালক থিওফিল নকরেক, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, সিডিআই ও সিএইচএনএফপির ১১০ জন কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যসহ মোট ২১৬ জন এই পরিবার দিবসে অংশগ্রহণ করেন ও এক সাথে আনন্দ সহভাগিতা করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত পরিবার দিবসের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল র‍্যালী, সর্বজনীন প্রার্থনা, পরিবার দিবসের মূলসুরের উপর সহভাগিতা, কর্মী ও পরিবারের সদস্যদের বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী, প্রীতিভোজ, উপহার প্রদান, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও লটারী ড্র।

বিশেষ এই দিনে কারিতাস বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক সেবাষ্টিয়ান রোজারিও কর্মীদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি পরিবার দিবসের মূলসুরের উপর সহভাগিতায় বলেন, 'পরিবার এমন একটি স্থান যেখানে এক সাথে পথ চলার আনন্দকে গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। পরিবারের যে মূল্যবোধ– পরস্পরকে ভালোবাসা, যত্ন নেওয়া, সমর্থন দেওয়া, কারো বিপদে পাশে দাঁড়ানো, অন্যের কষ্টে ব্যথিত হওয়া; আমরা কারিতাসে সেরকম একটি কর্ম পরিবেশের চর্চা করি।'

উল্লেখ্য কারিতাসের কর্মীবৃন্দ প্রতি বছরই পরিবার দিবস পালন করে। শেষে ধন্যবাদ বক্তব্য দিয়ে পরিবার দিবসের কার্যক্রম শেষ করেন রিমি সুবাশ দাস। তিনি সকলকে সক্রিয়ভাবে পরিবার দিবসে অংশ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। পরিবার দিবসে অংশ নেওয়া অন্যান্য কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান ও প্রতি বছর এই ধরনের আয়োজন করার অনুরোধ করেন॥

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

হিলারিউস মুরমু ▯ ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী 'ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল - ক্রীড়াই বাড়াই মনোবল।' এই মূলসুর নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. মো. অলীউল আলম, চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ জের্ভাস রোজারিও, রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশ এবং সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার প্লাসিড পিটার রিবেরু সিএসসি, অধ্যক্ষ, হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী।

অনুষ্ঠানে প্রথমেই ছিল জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ক্রীড়া'র মশাল জ্বালানো, কবুতর ও বেলুন উড়ান প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ক্রীড়ার প্রতি অংশগ্রহণ, উৎসাহ ও উদ্দীপনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মোবাইলের প্রতি আসক্তি কমিয়ে শিক্ষা ক্রীড়ার প্রতি মনোযোগী হতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে পাঠ্য বই পড়াশোনার পাশাপাশি সুস্থ দেহ ও সুন্দর মন গঠনে ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ'র কথা উল্লেখ করেন। অধ্যক্ষ মহোদয় হলি ক্রস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, রাজশাহী'র ক্লাসের পড়াশোনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার উপর গুরত্বারোপ করেন। সবশেষে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার বিতরণের মাধ্যমে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী - ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ সমাপ্ত হয়॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

অনন্তধামে প্রার্থনাশীল সিস্টার মেরী মালা এসএমআরএ

প্রার্থনাশীল সিস্টার মেরী মালা, এসএমআরএ আমাদের প্রিয় সংঘ "প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী" সংঘের একজন সভ্যা। তিনি হার্টের সমস্যা জনিত কারণে মাত্র দুই সপ্তাহ ঢাকার পপুলার ও মহাখালী মেট্রোপলিটন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষ রোজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩টায় পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছেন। ২৬ জানুয়ারি ভোরে খ্রিস্টযাগের পর মেরী হাউজ, তেজগাঁও থেকে তার মরদেহ সকাল ৯:১৫ মিনিটে মাতৃগৃহ তুমিলিয়ায় আনা হয়। সংঘের রীতি অনুযায়ী সকাল ১০:৩০ মিনিটে সিস্টারের জন্য বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। অতঃপর সকাল ১১টায় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে তার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটোনিয়াস গমেজ। তাকে সহায়তা করেন তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত শ্রদ্ধেয় ফাদার যাকোব স্বপন গমেজ। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

সহজ, সরল, স্বল্পভাষী, সদালাপী, মিশুকে ও প্রৈরিতিক মনোভাবাপন্ন উত্তম বাণী প্রচারিকা সিস্টার মেরী মালা ১৯৪২ খ্রিস্টবর্ষের ৮ জানুয়ারি সাভারের অন্তর্গত ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর কমলাপুর গ্রামে পিতা জন গমেজ এবং মাতা ভিক্টোরিয়া রোজারিও-এর ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাপ্তিস্মের নাম ছিল ডলোরেসা গমেজ। সাত ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। তার ছোট বোন সিস্টার মেরী কনসোলাটা এসএমআরএ, আমাদের সংঘের একজন সিস্টার। সিস্টার মেরী মালা এসএমআরএ ১৯৬৩ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই সংঘে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টবর্ষের প্রথম ব্রত এবং ১৯৭২ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস ব্রতী জীবনের পূর্ণতায় তিনি ১৯৯১ খ্রিস্টবষের ৬ জানুয়ারি রজত জয়ন্তী এবং ২০১৬ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারি সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টবর্ষে নার্সিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেন। অতঃপর ঢাকার হলিফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে মিডওয়াইফারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৫ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে একজন সুদক্ষ ও আদর্শ সেবিকা হিসেবে নার্সিং পেশা ও পালকীয় কাজের মধ্যদিয়ে অসুস্থ, আর্ত-পীড়িত, অসহায়, দীন-দরিদ্র, নারী-পুরুষ ও শিশুদের সেবায় জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি ২০১৬ খ্রিস্টবর্ষ থেকে মৃত্যু অবধি মেরী হাউজে অবস্থান করেন এবং আশ্রমের ছোট ছোট সাধারণ কাজগুলি ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। তার সুদীর্ঘ ৫৬ বছর সেবার জীবনের প্রৈরিতিক ক্ষেত্রগুলি হলো জলছত্র, ময়মনসিংহ, রানীখং, মরিয়মনগর, বানিয়ারচর, মথুরাপুর, মঠবাড়ী, জামালখান এবং মেরী হাউজ। এসব প্রৈরিতিক ক্ষেত্রে তিনি তার সেবা দায়িত্ব অত্যন্ত নম্রতা ও বিনয়ের সাথে পালন করেছেন। তিনি তার সেবার জীবনের বেশির ভাগ সময় রাণীখং এলাকায় দরিদ্র ভাই বোনদের সেবায় নিয়োজিত থেকে প্রভুর বাণী আনন্দচিত্তে প্রচার করেছেন। নার্সিং সেবার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সময় আশ্রম পরিচালিকা হিসেবেও তার কর্মদায়িত্ব অত্যন্ত সুন্দরভাবে পালন করেছেন। তিনি পরিবার পরিদর্শনে খুবই আন্তরিক ও আগ্রহী ছিলেন। সিস্টার মালা সদালাপি, দয়ালু, সরলপ্রাণ এবং সহজ সরল জীবন যাপনে বিশ্বস্ত ছিলেন। নীরব কর্মী সিস্টার মেরী মালা একজন আদর্শ ও উত্তম সেবিকা হিসাবে তার কর্মদায়িত্ব পালন করেন। তিনি নম্র, বিনয়ী, প্রার্থনাশীল, ধৈর্য্যশীল, শান্ত, কোমল, অমায়িক এবং একজন আদর্শ সন্ন্যাসব্রতিনী ছিলেন। তিনি হস্তশিল্প ও বিভিন্ন রকমের সেলাই কাজেও নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। সিস্টার তার প্রার্থনাশীল আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্মজীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীকে সমৃদ্ধ করেছেন। সিস্টারের জীবনের সমস্ত গুণাবলীর জন্য আমরা পরমপিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং আমাদের জীবনে তা অনুকরণের কৃপা চাই। আমরা বিশ্বাস করি সিস্টার আজ তার সকল শুভ কাজের জন্য পুণ্যমণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরভ ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গল আশিস বর্ষণ করছেন। প্রেমময় ক্ষমাশীল ঈশ্বরের কাছে আমরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় সিস্টারের আত্মার চির শান্তি কামনা করি এবং শোকার্ত আত্মীয়-স্বজনের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছি।

সিস্টার মেরী তৃষিতা ও সিস্টার মেরী সুস্মিতা এসএমআরএ

বিজ্ঞ/২৮/২৪

জেরী প্রিন্টিং প্রেস

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

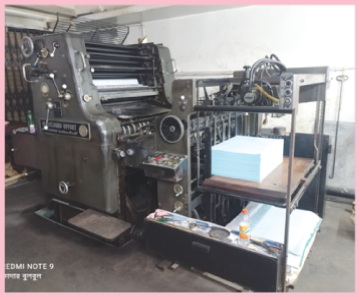

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

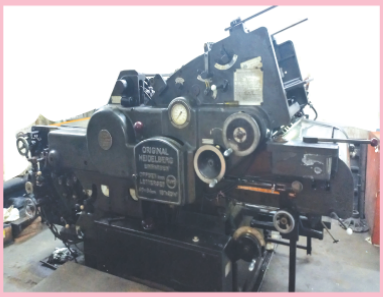

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- খ্রিস্টযাগ রীতি
- খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- যুগে যুগে গল্প
- সমাজ ভাবনা
- প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- স্বচক্ষে দেখা পবিত্র বাইবেলের মহিমা

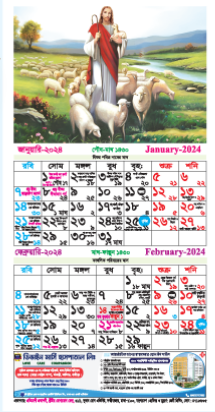

আরও পাওয়া যাচ্ছে – দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২৪ (Bible Diary - 2024), দৈনিক বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার পাওয়া যাচ্ছে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮৪ ❖ সংখ্যা - ০৪
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 04
Regd. No. DA-33
❖ 4 - 10 February, 2024, ২১ - ২৭ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

বিশেষ ঘোষণা

সুপ্রিয় লেখক-পাঠক বন্ধুগণ,

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল লেখক/লেখিকা, পাঠক/পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী-শুভাকাঙ্ক্ষীদের ধন্যবাদ জানাই। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে আপনারা আমাদের পাশে থেকে বিভিন্ন লেখা, বিজ্ঞাপন, পরামর্শ ও অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। আপনাদের এই উদার মনোভাবের জন্য খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

২০২৪ খ্রিস্টবর্ষেও আপনাদের একই রকম সাহায্য-সহযোগীতা পাব বলে প্রত্যাশা করি। তাই নতুন বছরকে কেন্দ্র করে আপনাদের সুচিন্তিত, বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী লেখা আজই পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে।

আপনাদের গ্রহক চাঁদা পরিশোধ করে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'কে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি। উল্লেখ্য ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ৪০০ টাকা মাত্র। *- সম্পাদক, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী*

সুবর্ণ সুযোগ **সুবর্ণ সুযোগ** **সুবর্ণ সুযোগ**

আপনি কি এবার ইস্টার পার্বণে টেলিভিশনে সম্প্রচারের জন্য স্ক্রিপ্ট লিখতে আগ্রহী?
তাহলে আজই লিখতে শুরু করুন।

৫০ মিনিটের একটি স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে। এতে থাকবে: নাট্যাংশ, নাচ, গান ও বাণী।

নাট্যাংশে থাকবে :

- প্রভু যিশুর শিক্ষার আলোকে বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট
- পবিত্র বাইবেলের কাহিনী অবলম্বনে নাটক (যিশুর যাতনাভোগ থেকে মৃত্যু ও পুনরুত্থান পর্যন্ত)
- স্ক্রিপ্ট আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি অথবা তার পূর্বে নিম্ন ঠিকানায় পৌছাতে হবে।

বি: দ্র: স্ক্রিপ্ট সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে।

পরিচালক
খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৬০০/- (ছয়শত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org